ঃ ষষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ

।। ব্যঙ্গশিল্পী ভারতচন্দ্র ঃ শিল্পরূপ ও রূপায়ণ ।।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যে পরিবেশিত ব্যঙ্গের শ্রেণীবিভাগ করে দেখা গেল। দেখা গেল যে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক —এক বিরাট ক্যানভাস তাঁর রচনা জুড়ে আছে। রচনাকারীর আবির্ভাবযুগের ইতিহাস, ব্যক্তিগত জীবন ও চারিত্রিক মেজাজও এই — এই প্রয়োজনে ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে। দেখা গেছে যে ভারতচন্দ্র সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান ব্যঙ্গকার। কিন্তু তাঁর শিল্পচেতনা ও শিল্পরূপ পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন আছে। মনে রাখতে হবে, ব্যঙ্গ শুধু একটি মানসিকতা নয়, উদ্দেশ্যবিশেষ নয়, তাকে শিল্প হয়ে ওঠা চাই। উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা যেমন থাকা চাই, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে চাই প্রসাদ-গুণ। উপযুক্ত শিল্পীর হাতে না পড়লে তা হয়ত নিছক আক্রমণ হয়, কুৎসা হয়, নিন্দা হয়। নিতান্ত সাধারণ জিনিষ হয়, তাকে সাহিত্য বলা যায় না। শক্তিমান শিল্পী নানা দৃষ্টিকোণে জীবনকে দেখতে পারেন, তার কোন বাধাপথ নেই, কিন্তু সেগুলি জীবনের মধ্যে সত্যি সত্যি থাকা চাই আসলে। পছন্দমত নির্বাচনের অধিকার সকল লেখকেরই আছে। কিন্তু তাকে সৃষ্টি হওয়া চাই। শিল্প হওয়া চাই। Byron লেখেন তাঁর যুগের সমাজকে "Society is now one polished horde,/Formed of two mighty tribes , the Bores and bored."(Don Juan, Ib.XIII.XCV. ব্যঙ্গের আকাঙ্ক্ষা জেগে ছিল মনে। কবি কলম ধরলেন। প্রকাশ্যে বলেছেন এক জায়গায় ঃ " I will publish , right or wrong :/ Fools are my theme, let satire be my song."(English Bards and Scotish Reviewers, Ib.5.) কবির আগ্রহের আন্তরিকতা যতই থাক — "I will publish , right or wrong কখনো এ-জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে চরম কথা হতে পারে না। সুখের বিষয় Byron ব্যঙ্গ-নিপুণ তীব্রতায় তিনি আঘাত দিয়েছেন, কিন্তু বিদ্বেষ তাঁর রচনাকে অনুপ্রেরণা দেয় নি। এজন্য প্রয়োজন শিল্পীর শিক্ষা-দীক্ষা, চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য (Independence of Character) ও বুদ্ধিতন্ত্র মনোভাব। Horace- এর শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্রিক আদর্শও ছিল এই গুণাবলী ঃ

And taught his Romans , in much better metre,

To laugh at fools who put their trust in Peter."1

বক্তব্যকে নিয়মের শাসনে বাঁধা চাই, বিচার ও বিবেচনাবোধকে সক্রিয় রাখা চাই। তার ছন্দ, অলংকার প্রয়োগের যথাযথতা চাই। পরিমিতিবোধ চাই গভীরভাবে। সব শিল্পের পক্ষেই। ব্যঙ্গের পক্ষেও আরো বিশেষভাবে। বিষয় যাই হোক, বিচার-বোধ চাই। সেইসঙ্গে চাই শিল্পসৌষ্ঠব। প্রাচীন ও মধ্যযুগের

প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিরাচরিত অলংকারের আশ্রয়ে এবং আধারেই সাহিত্য-রচনা করেছেন ভারতচন্দ্র। পূর্ববর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য [illegible] বিশেষত্ব ভাবোচ্ছ্বাস ও অনিয়ন্ত্রিত আবেগকল্পনা এবং অত্যুক্তিদের বাহুল্যকে দৃঢ়হাতে বর্জন করে তিনি রচনা করেছেন বুদ্ধিনিষ্ঠ শিল্প। কল্পনার আতিশয্য, অলৌকিকতা ও ভক্তিভাবের স্থলে তাঁকে আনতে হয়েছে বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-গুলি —বাস্তবিকতা, যুক্তি ও কৌশল। যে-জীবন কৃত্রিমতার স্পর্শে আবিল, যেখানে নানা উৎকৃষ্ট ব্যাধির প্রকাশ — সেই যুগও জীবনে নিঃশ্বাস নিয়েও স্বভাবতই তাঁকে সমালোচক হতে, বিষয় বা ব্যক্তি থেকে ঊর্ধ্বে থাকতে হয়েছে। ব্যঙ্গ শুধু স্রষ্টার একটি বিশেষ মানসিকতা নয়, বাস্তবিকেও সেই অবস্থাটি সাফ-সাফ থাকা চাই।

ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব প্রবল আত্মশক্তির দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দার্ঢ্য ও ঋজু মননের পিছনে ছিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি। প্রথমতঃ জ্ঞানসন্ধ বিচারের উপযোগী একটি শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত মন চাই। ভারতচন্দ্র নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। এইসব গ্রন্থপাঠে তাঁর মার্জিত ও সুসংস্কৃত মনে আদর্শ সম্পর্কে একটি একটি সম্মানচিত্র দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, সমকালীন যুগের ধর্ম-সম্পর্কে তাঁর কোন সংস্কার-মোহ ইত্যাদি ছিল না। তাঁর মন এ-বিষয়ে ছিল উদার ও নির্মোহ।

১। Epiloge to the Satires and Epistles, Pope.

কোন ধর্মমতের প্রতিই তাঁর কোন দুর্বলতা না থাকায় তিনি সবাইকেই প্রয়োজনমত আঘাত করেছেন। কোন সম্প্রদায় বা দলীয় চেতনার প্রতি আস্থা না— থাকায় আনুগত্য বা পক্ষপাতের প্রশ্নও ওঠে নি।, দলমতের ঊর্ধ্বে নিজের মতকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। বৈষ্ণবের গোঁসাইকে ও জগন্নাথপুরীতে দিনকতক বাসও করেছিলেন। তাই সকপটকণ্ঠে রসমেবভক্তি গলায় যেন উঠতে লেগেছেন ঃ

খাইয়া প্রসাদী ভাত　　　　মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে।

তৃতীয়তঃ, সবযুগেই প্রচলিত গতানুগতিক ধারার ঊর্ধ্বে উঠবার জন্য দরকার হয় নতুনত্ব সৃষ্টির জন্য দুঃসাহসী মানুষ ও বিচক্ষণতার। চিরাগত মঙ্গলকাব্যের কাহিনী — বিন্যাসই যেখানে মূলকথা, ভক্তিভাবাবেগই যেখানে আসল — ভারতচন্দ্র তাকে তাঁর কাব্যের অবিশ্বাসীদের জল ঘোলাবার ক্ষেত্র হিসেবে নিয়েছেন। এই দুঃসাহসিকতা আলোচ্য কাব্যে সুস্পষ্ট। এবং তাঁর প্রথম জীবনের সত্যপীর পাঁচালী নির্মাণে — বিশেষত চৌপদী ছন্দে এবং বাংলা হিন্দী ও সংস্কৃতভাষার মিশ্রণে চণ্ডী নাটকের প্রস্তাবনাতেও দেখা যায়।

তাঁর ব্যক্তিজীবন ও মনোজীবনের কথাও আমরা আগে আলোচনা করেছি। সেখানে দেখা গেছে যে তাঁর মানস-গঠন বা চারিত্রিক মেজাজও নিঃসংশয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। ভারতচন্দ্রের রুচিকে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করে দেখা গেল, তিনি সেই শ্রেণীর ব্যঙ্গকারদের দলে, যাঁরা সংস্কারক ও সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও গম্ভীর শিক্ষক বা গুরুমশাইয়ের মত বেত্র আস্ফালনের পরিবর্তে হাসি দিয়ে মানুষকে মারার পক্ষে। ব্যক্তিগত জীবনের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ব্যঙ্গলেখনী ধরেন নি, তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে ঈর্ষা বিদ্বেষ ও বৈরিতা থাকত। পাশ্চাত্যসাহিত্যে এ-জাতীয় অনেক ব্যঙ্গকার দেখা গেছে, যাঁরা ব্যক্তিগত শত্রুতা বা তিক্ততার প্রতিশোধ নিতে উন্মত্তের মত লেখনী ধারণ করেন। ইংরাজি সাহিত্যের অনেক ব্যঙ্গকারের উদাহরণ দেওয়া যায়। Swift-এর প্রতিভা মানববিদ্বেষমূলক। এই মানব-বিমুখতা ব্যঙ্গ বিদ্রূপে শাণিত কঠোরতায় তীব্র অগ্নিস্রাবী জ্বালামুখীর প্রকাশে রূপ লাভ

করেছে ।Restoration যুগের একাধিক ব্যঙ্গলেখককে এই অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় । নারীর উন্মত্ততার পঙ্ক ক্রোড়ে Pope-Dryden এর মত লেখকেরা পর্যন্ত তাঁদের লেখনী পরিচালনা করেছেন । সংসার ও সমাজ জীবনের অনেক কিছুই অপ্রীতিকর হওয়া সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব গ্রহণ করেন নি ।[2]

জগত ও জীবনের অসংখ্য গরমিল, পরিচিত জীবনের অগণিত অসঙ্গতিগুলিকে তিনি বিদ্ধ করেছেন প্রয়োজনের দাবীতে । তিনি পরিহাস-উপহাস করেন, রঙ্গ-রসিকতা করেন, কিন্তু উদ্দেশ্যটি তার আড়ালে অস্পষ্টভাবে থাকে । বাংলা সাহিত্যের গুপ্তকবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রসঙ্গই ধরা যাক । গুপ্তকবি রাগরঙ্গ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গ সুস্পষ্ট, স্থানে স্থানে তীব্র ও ক্ষুরধার । অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের শিল্পী । অনেকের মধ্যেই এটি দেখেছি । এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের ব্যঙ্গ কবিতাগুলিও প্রত্যক্ষ ধর্মী । তীব্র শানিত উক্তিতে ঝলসিত । ভারতচন্দ্র কিন্তু Epicarean- দের দলে । মানবজাতির প্রতি হাস্যবিদ্রূপে মুখর । এজন্য তাঁকে একটি কাহিনী বিস্তার করতে হয়েছে । উপভোগ্য কাহিনীর সজীব চঞ্চল মানবসমুদ্রতায় পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ও আন্তরিকতাকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি । হাস্যে শ্লেষে, বুদ্ধি ক্ষুরধার ঔজ্জ্বল্যে তিনি এক অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ।

আরেকটি কথা মনে হয় । প্রকৃত ব্যঙ্গকার যেমন অন্যকে নিয়ে হাসেন , তেমনি নিজেকে নিয়েও হাসতে জানা চাই । নিজের অভাব-অভিযোগ, দুর্বলতা ত্রুটি-বিচ্যুতিকেও তাঁর ব্যঙ্গ করার গুণ থাকা চাই । নিজেকে নিয়ে রসিকতার আড়ালে অনেক সময় প্রচলিত বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির প্রতিও ব্যঙ্গ থাকে । অন্নদামঙ্গল , বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিচ্ছি । সেখানে তাঁর নিজেকে নিয়ে বলার সুযোগও তেমন নেই । কারণ লেখক সেখানে নিরপেক্ষ স্রষ্টা । নিজ-জীবনের মূলে নিহিত গভীর দুঃখবোধের প্রকাশেও তিনি নিজেকে নিয়ে এই রসিকতা করেছেন অন্যত্র । প্রকৃতিমূলক

২। গালি এবং ব্যঙ্গ দুইটি পৃথক বস্তু, ইহা স্মরণরাখা কর্তব্য । গালি ভদ্রের পরিহার্য, তদ্দ্বারা কোনও কার্য হয় না । ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক ; এবং সুলেখকের হাতে তাহা ব্রহ্মাস্ত্র । — প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচন । বঙ্গদর্শন , ২য় খণ্ড, National Lit. Co. পৃঃ ৬৩৬।

কবিতাতে প্রকৃতিবর্ণনার আনুরক্তিতা নেই । বর্ষাবর্ণনা কবিতায় কৃষ্ণনগরের বর্ষার এক চিত্ররচনা করেছেন কবি, কিন্তু ছন্দটির সুরটি অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ

ভ্রবণে কারিল তূর্ণ নদনদী পরিপূর্ণ,
বিরহিণী বেশচূর্ণ ভাবিয়া অভর্সা ।
বিদ্যুতের চকমকি ডাহুকের মকমকি
কামানল ধকধকি বড় হৈল বর্ষা ।

ময়ূর নৃত্য করছে, চাতকিনী ডাকছে, বিরহিণীর জীবন কানায় কানায় পূর্ণ বেদনায় — কিন্তু এমন দিনে কবি কোথায় ? ভারতচন্দ্র শ্লেষকুণ্ঠিত গলায় নিজের কথা বলেন,

ভারতের দুঃখমূল কেবল হৃদয়ে শূল
কুটালি কদম্ব ফুল না থাকে বর্ষা ।

হৃদয়ে শূলের মতো কদম্বফুল ফোটাবার এই যে আঘাত-বৈপরীত্যমূলক ইঙ্গিতময়তা সেটুকু উঁচুদরের শিল্পপ্রতিভার লক্ষ্য । এবং এর মূলের সুরটুকু — ব্যক্তিগত জীবনের পরমাখাদের লাঞ্ছিত দুর্গজীবনের প্রাত্যাহিকতাটুকুও নিঃসংশয়ে পরম উপভোগ্য ।

নির্মোহ বাস্তববাদী কবির দৃষ্টিভঙ্গী অন্যত্রও স্পষ্ট । কৃষ্ণের উক্তি, রাধিকার উক্তি-উত্তর, ইত্যাদি কবিতাতেও অলৌকিক বৈষ্ণবীয় ভাবজীবনের ব্যঞ্জনার পরিবর্তে অবিশ্বাসী দৃষ্টির এক নগ্নরূপ আনন্দকিরণসম্পাতে ফুটে উঠেছে ।

৩। যে-দুঃখ বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের বাল্য প্রতিভার মূলে লক্ষ্য করেছিলেন, 'কত বানরে বানরের অট্টালিকায় বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর-সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া আহারের অভাবে ক্ষুধার্ত । কত কুকুর বা মর্কট বড়লোকের জুড়ি হাঁকাইয়া তাঁহার গায় কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্‌দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙিয়া উঠিতে পারেন না ।' — ভারতচন্দ্রের দুঃখের মূলেও ছিল তাই ।

এবং অন্যত্র — 'ভারতচন্দ্র' — প্রবন্ধে প্রমথচৌধুরী ঃ 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তার দারিদ্র্য ঘোচেনি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারেনি, করেছিল শুধু প্রমোদের প্রভু' । এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব । যে-লোক ইউরোপে দ্বিতীয় সেক্সপীয়র বলে গণ্য, সেই Cervantes সেরভান্তেসের জীবন বিষম দুঃখময় ছিল, অথচ তার হাসিতে সাহিত্য চিরআলোকিত ।

রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ঃ

বয়স আমার অল্প   নাহি জানি রসকল্প
তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলা বাসী ।
ননীছানা খাওয়াইয়া   কুক্কুর শিখাইয়া
থক্কর দেখাইয়া   তুমি হৈলা কাশী ॥
তুমি বৃষভানুসুতা   অশেষচাতুরি যুতা
তোমার ননদী পুতা   সব জানি আমি ।
আগে হানি নেত্রবাণ   কাড়িয়া লইলে প্রাণ
এখন কর অভিমান   আশা না থাকে স্বামী ॥

প্রভাতচন্দ্রের রাধিকার উক্তি ঃ

চূড়াটি বাঁধিয়া চুলে   মালা পর বনফুলে
দান মাগো তরুমূলে   আমি তেমন নাগিনে ।
মোরে দেখিবার তরে   অনুরাগ–রাজে ঘুরে
রাত্রিদিন থাক জেগে   আমি তেমন নাগিনে ॥
বুক বাড়ায়েছ যত   যার তার মনে স্বপ্ন
কোনদিন হবে শত   আমি তোমায় লাগিনে ।
গুরুর বিষম বাজ   দেখ তবু পড়ুক বাজ
বাসী বলে নাহি লাজ   না থাকে ভাগিনে ॥

সার্থক ব্যঙ্গকাব্যের প্রতিভার প্রধান বাহন এই হাস্যরসিকতার ক্ষমতা । তার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির চমৎকারিতা শক্তি তখন তা হয় সোনায় সোহাগা । গম্ভীর ও গম্ভীর কথা যে–উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না, যেখানে সে অচল, হাস্যপরিহাস সেখানে তার উদ্দেশ্য সাধন করে সহজেই ।[৪] ভারতচন্দ্রের পূর্বযুগের সাহিত্যে এই

৪। ইংরাজি সাহিত্যের রেস্টোরেশন যুগের কমেডিগুলির আলোচনায়ও এই সত্য স্বীকৃত হয়েছে ঃ "It sets out definetely to correct manners by laughter; it strives to cure excess." Bonamy Dobree in his Restoration Comedy.p.11. বাংলা সাহিত্যের প্রমথচৌধুরীও হাস্যরস সম্পর্কে বলেছেন , 'হাসিমুখে অনেক কথা বলা যায় , যা গম্ভীরভাবে বললে লোকের সহ্য হয় না ।'

হাস্যরস ছিল না। তাঁর পরবর্তীযুগে কবিওয়ালাদের হাসিতেও Wit এবং Humour এর নিতান্ত অভাব। মধ্যযুগের পাঁচালী বা গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যেও আমরা হাসি দেখেছিলাম। কিন্তু তাও নিতান্ত হাসির জন্যেই হাসি। কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যঙ্গকার যে-হাসি হাসেন, অন্যদিকে উদ্ঘাটনের প্রয়োজনে, তাদের হাসিতে তা ছিল না। ভারতচন্দ্র কৌশল হিসেবে এই হাসিকে নিয়েছিলেন। নানা লম্পটতা, শঠতা তাঁর নৈতিক ভণ্ডামি, প্রচলিত জগতের শূন্যগর্ভতা, নির্বুদ্ধিতা, নানা ফাঁকি ও ফাঁকির আয়োজনকে নিয়েই ভারতচন্দ্র হেসেছেন।

কিন্তু এ-হাসির জন্য কোন উৎকট বা উদ্ভট বিষয়বস্তু তিনি খুঁজে নেন নি। Cerventes- এর Don Quixote - পড়ে বর্তমান উদ্ভট দৃশ্যগুলি দেখে আমাদের হাসি পায়। অবশ্য আমরা বুঝতে পারি ব্যঙ্গের প্রয়োজনেই লেখক এর সৃষ্টি করেছেন। Moliere কিন্তু চরিত্রগুলি থেকেই আমাদের হাসিয়েছেন। এবং সেই চরিত্রগুলি যুগ-জীবনেরই। ভারতচন্দ্রের রচনায়, রাজা, রাণী, সুন্দর, বিদ্যা, কোটাল, হীরা-মালিনী, ধনেশ্বরী, দামু-বামু, শিব, নারদ প্রভৃতি নানা চরিত্র নিয়ে তিনি কাব্যবিস্তার করেছেন, এই চরিত্রগুলি কাহিনীসূত্রে এসেছে, এবং তাতে উদ্ভট বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা নেই। এদের আচার-আচরণ, বিকার-বিকৃতি অপদার্থতা অসম্পূর্ণতাই আমাদের হাসিয়েছে। এগুলির প্রতি পরোক্ষ ব্যঙ্গ-শর নিক্ষেপের প্রয়োজনেই এসেছে হাসির ব্যবহার। সব চরিত্রেই কম বেশী উপহাস্যতার দিক থেকে বিচার্য। যেখানে কামকেলিবিলাসের নিপুণ ও উপভোগ্য বর্ণনা লক্ষ্যসাধ্য ছিল, সেখানেও ভারতচন্দ্র বিদ্রূপ ব্যঙ্গের অবতারণা করেছেন। ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা প্রসঙ্গে এযুগের এক অসাধারণ পণ্ডিত সমালোচকের বক্তব্য এইখানে উল্লেখ করি, 'কবির (ভারতচন্দ্রের) ব্যঙ্গধনুকে খরতর ~~[illegible]~~ শর-সংযোজনা হইয়াছে। এমনকি কামকেলিবিলাসের বর্ণনাতেও মধুর রসের পরিবর্তে অম্লরসেরই প্রাধান্য; ইঙ্গিতময় পরোক্ষ উল্লেখ প্রণয়ের আবেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া স্থূল লালসা ও তির্যক বিদ্রূপ-কটাক্ষে বিধ্বস্ত হইয়াছে। আদিরস —বিলাস হাস্যরসে গাঁজিয়া উঠিয়াছে।'[৫] ভারতচন্দ্রের হাস্যরসপ্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের গুণী সমালোচক বীরবলের বক্তব্যও আমরা বিশেষভাবে উদ্ধার করি ঃ ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস আদি রস নয়, হাস্যরস...

৫। ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭।

এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যের প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।[৬]

ব্যঙ্গকাব্যের অপর প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, জীবনের বাস্তব পর্যবেক্ষণশীলতা। যেহেতু জীবনকে নিয়েই তার প্রত্যক্ষ ভাবে কারবার, জীবনকে বিশ্লেষণ এবং বিচারই যেহেতু তার ধর্ম, জীবনের বাস্তবদিক সম্পর্কে তাই তাঁর জ্ঞান না থাকলে চলে না। প্রচলিত জগত ও জীবন, এবং তার মানুষগুলির প্রতি কর্তব্যবোধই না তাঁকে সাহিত্য-রচনায় অনুপ্রাণিত করে। সেগুলি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা চাই। চরিত্রগুলির হাব-ভাব আচার আচরণ ইত্যাদির গভীরে যাওয়া চাই। Restoration - যুগের ইংরাজ ব্যঙ্গকারদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকে স্পষ্টকণ্ঠে উচ্চারণ করতে শুনি ঃ "The Spirit of Comedy is essentially a social thing :it develops through the reciprocal observation of Characters, the refining of the Critical sense, the fixing of Conventional Values."[7]

ভারতচন্দ্রের রচনায় এই জীবনের বাস্তব পর্যবেক্ষণশীলতার পরিচয় রয়েছে। উপাস্থিত চরিত্রগুলি যদিও নিছক শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনে আসেনি —এসেছে সমালোচনা ও বিচারের প্রয়োজনে — তবু ভারতচন্দ্র তাদের সাহিত্যিক শিল্পমূর্তি নির্মাণে খুবই সচেতন ছিলেন। রাজসভার রুচিবান সদস্যবৃন্দ — সঙ্গীন আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীত, পান-ভোজন, নাগর-সংস্কৃতির নানা বিচিত্র খেয়াল-খুশি, অপদার্থতা আহাম্মকি ও রাগ-রঙ্গের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল সীমাহীন। নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ মানুষের কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাসিতা, সখ-আহ্লাদ, ধর্মীয় আচার-আচরণ সবকিছু সম্পর্কেই তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মানুষদের চিত্র ও তাঁর অজ্ঞাত ছিলনা। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা, শিববিবাহের মন্ত্রণা, শিববিবাহের সম্বন্ধ, শিবের দেশাটন, হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা, গড়বর্ণন, পুরবর্ণন, সুন্দরদর্শনে নারীগণের খেদ, বিদ্যার গর্ভ, কোটালের

৬। নানা চর্চা, প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ১৬৭।

৭। History of English Literature -- Louis Cazamian, P.655,

চোর অনুসন্ধান, নারীগণের পতিনিন্দা, বারমাসবর্ণন, দেশবিদেশ বর্ণন, জগন্নাথপুরীর বিবরণ, পাটুণীর দেবনিন্দা, দাসু-বাসুর খেদ, অন্নদার এয়োজাত, পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি — এক বিরাট ক্যানভাসে এই বাস্তবমিশ্রতা ফুটেছে।

কথা হচ্ছে এই বাস্তব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কি পরিমাণে তিনি ব্যঙ্গসাহিত্য-সৃজনের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন ও তাকে শিল্প করে তুলতে পেরেছেন। শিল্পসৃষ্টির বিচারে ভারতচন্দ্র কি পরিমাণে উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিকভাবে বিচারের অপেক্ষা রাখে এটি। আলোচনা করে দেখা যাক। ভারতচন্দ্রর যুগে ইংরেজী ছিল না, ইংরাজ ছিল, এবং তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিনবছর আগে বাংলাদেশে পলাশী যুদ্ধ বিজয় সম্পূর্ণ করে ইংরাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যচিন্তা ও দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটল অনেক পরে। কাজেই য়ুরোপের প্রাচীন ও ক্লাসিক আদর্শ বা ইংরাজি সাহিত্যের খ্যাতনামা ব্যঙ্গকারদের শৈল্পিক আদর্শ তিনি আদৌ জানতেন না। অথচ দেখা যায় এক আশ্চর্য মৌলিক প্রতিভাবলে তিনি শিল্পমূর্তি গঠনে সফল হয়েছেন। আগেই আলোচনা করা গেছে, শুধু তালতাল বস্তুপুঞ্জের অবাধ ব্যবহারেই কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ব্যঙ্গসাহিত্য নির্মাণে এটি আরও অধিকতর সত্য। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হয় যেমন, তেমনি সমালোচনার প্রয়োজনে কতটুকু ব্যবহার করতে হবে, সে সম্পর্কে Horace সম্পর্কে এই কথাই বলেছেন ইংরাজ কবি পোপ :

"Horace still charms with graceful negligence,
And without method talks us into sense ;
**   **   **   **
He, who supreme in judgment, as in wit,
Might boldly censure as he boldly writ,
Yet judged with coolness, tho' he sung with fire ;
His precepts teach but what his works inspire." 8

---

8. An Essay on Criticism, Alexander Pope, English Critical Essays edited by Edmund D. Jones — Oxford University Press, P.228-229.

রেস্টোরেশন যুগের নাট্যসাহিত্যে যে বাস্তবচেতনার প্রাথমিক বিকাশ দেখেছি, বুদ্ধির দীপ্তিতেও রসিকতার আলোকে তা উজ্জ্বল ও ভাস্বর ।ভঙ্গী সম্পর্কে এঁরা সচেতন ও আবেগ-বর্জিত এদের প্রকাশভঙ্গী । এদের চোখের কোণে বিদ্রুপের বাঁকা কটাক্ষ ঝলসিত, নিয়মশৃঙ্খলতা এঁদের পদে পদে । মনন ও শিল্পচাতুর্যে Dryden আজও পর্যন্ত এ যুগের সেরা শিল্পী । ব্যঙ্গরসকে তিনি সাহিত্য করেছেন । তদানীন্তন সমাজ জীবনকে আঘাত করেছেন ইংরাজ কবি Pope -ও; কিন্তু বক্তব্য পরিশীলিত, আঙ্গিকচেতনা শিল্পরূপঋদ্ধ । ফরাসী সাহিত্যের Boileau -কে এই প্রসঙ্গে আরো বিশেষভাবে মনে আনবার । সমালোচনার শ্রেষ্ঠ শিল্পী Boileau, এবং প্রায় ক্লাসিক মর্যাদার অধিকারী তিনি এ ব্যাপারে । তাঁর রচনাভঙ্গীর দিক থেকে, তাঁর বিচার বিবেচনার দিক থেকে ।[৯] এ জাতীয় সাহিত্যকে শিল্প করে তোলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার । সকলের পক্ষে সম্ভবসাধ্যও নয় । Boileau তাই করেছিলেন—, ফরাসীসাহিত্যের আলোচক তাঁর মধ্যে একাধারে Spirit of descipline and choice, of law and Proportion দেখতে পেয়েছেন ।[১০]

ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় এই মৌল সঙ্গতিগুলি ছিল বলেই তিনি বস্তুকে শিল্প করে তোলার সাধনায় কৃতকার্যতা লাভ করেছেন । বিষয়ের যথাযথ ব্যবহারে, কাহিনী উপস্থাপনায় ও নির্বাচনে, ঔচিত্যবোধের প্রগাঢ় সংযমে, প্রকাশভঙ্গীর স্বাচ্ছন্দে, শব্দবানুজনায়, ছন্দমাধুর্যে, যুক্তিসিদ্ধতায়, আন্তরিকতায় ও কৌশলে সার্থক ব্যঙ্গ—রসের সৃষ্টি করতে পেরেছেন । তাই দেখা যাচ্ছে উদ্দেশ্যপোষকতা— সত্ত্বেও বিদ্বেষ—হিংসা ও অসহিষ্ণুতা তাঁর রচনায় কোথাও প্রকাশ পায়নি । দরবারী রুচির আড়ম্বর, জাঁকজমক, উৎসব—আতিশয্য, হাঁক—ডাক, বিলাস—উল্লাস ফুটিয়ে তুলতে তিনি ব্যবহার করেছেন সুন্দর অলংকারের ঘটা, ছন্দ ও ধ্বনি—বৈচিত্র্যকে ।

প্রথমেই কাহিনী নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যাক । ব্যঙ্গ—সাহিত্যের মূল লক্ষ্য আঘাত করা । উদ্দীষ্ট বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি এই আক্রমণ পরিচালনা

৯। All the forms of eloquent raillery,and well-bred Contempt, the Keen strokes of wit which it is impossible to parry or to resent, these only are Boileau's weapons. Hence the classic durability of Boileau, Mark Pattison, Introduction to Popes Satires and Epistles, (Oxford) P-7.

১০। ব্যঙ্গসাহিত্যের শিল্পচাতুর্য-সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উদ্ধার করি – "...it is impossible to say how much of the Satiric Spirit it needs to make a Satirist or a Satire. But it is clear in the first place That regard must be paid to proportion." H. Walker, Introduction to English Satire and Satirists.

ছিলেন ক্রুদ্ধও অসন্তুষ্ট। আপাতদৃষ্টিতে তিনি তাঁর ধনী প্রতিপালকের ইচ্ছাপূর্ণ করতে লেখনীধারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি চেয়েছিলেন এদের প্রতারণা করতে। আর চতুর ভারতচন্দ্র চাকরি রক্ষা করেছিলেন , কিন্তু তোষামোদ করা তাঁর ধর্ম ছিলনা। তাই ব্যঙ্গের প্রয়োজনে তিনি কাহিনী বেছে নিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কোন জাতীয় কাহিনী লেখক ব্যবহার করবেন ব্যঙ্গ-বাহন হিসেবে, সে-সম্পর্কে আলংকারিক কোনো বিধি-বিধান নেই। কিংবা এ সম্পর্কে কোনো রীতি বা প্রথার আনুগত্যও নেই। লেখক নিজের রুচি ও বিবেচনা-অনুযায়ী কাহিনী নির্বাচন করেন। এ-সম্পর্কে তাঁর স্বাধীনতা আছে। মঙ্গলকাব্যের পুরাণ কাহিনী শুনতে চান নি রাজারা, আগেই বলেছি। মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর ভক্তিমূলকতা তিনি রক্ষা ও করতে পারেন নি। তাঁর ছিল অবিশ্বাসী মন। নির্মোহ বুদ্ধি। এখানে তিনি এমনভাবে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী উপস্থাপন করলেন, যাতে তাঁর প্রচলিত ধর্ম-জীবনের অনুষ্ঠানপরায়ণতা এবং প্রাণহীন সংস্কার ও মূঢ়তার পাগলামিকে বিদ্রূপ-পরিহাসের দৃষ্টিতে জর্জরিত করা যায়। সুবিধা ছিল এই যে তিনি রাজসভায় বসে রাজার আদেশে লিখেছিলেন, এবং পূর্ববর্তী যুগের মঙ্গলকাব্যকারদের মত তাকে ভক্তিভাবাবেগ পূর্ণ সংস্কারগ্রস্ত সাধারণ মানুষের ভক্তি-উদ্দীপনার্থে লিখতে হয় নি। রাজার ও রাজসভার কোন সংস্কার ছিল না ; এবং যুগজীবনের ভক্তি বিশ্বাসটিও ছিল অনেক পরিমাণে আন্তরিকতাবর্জিত শুষ্করীতি মাত্র। তাই অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রাঞ্জল বুনানির আড়ালে তাঁর বাঁকাচোখের ভ্রূকুটি ও অবিশ্বাসী চোখের দৃষ্টি-ঝিলিক দেখা যায়। এ কাহিনী রাজা উপভোগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দাবী ততোধিক ছিল। বিকৃত কামায়নের গন্ধে তখন চারদিক ভরপুর। বৈষ্ণবদের পরকীয়াবাদের সাধনার নামে পরনারী আস্বাদন ও আসক্তি-উল্লাস, শক্তিসাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিচর্চার অগাধ বিলাস ছাড়াও মুসলমান নবাব-বাদশাদের চারিত্রিক অধঃপতন এবং ব্যভিচার---এই সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে প্রতিপালক রাজার দাবী খুব একটা বেশী ছিলনা।

সমাজ-নেতা সামন্ত-রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই দাবী তাঁর মনে প্রচুর ঘৃণা ও তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল বলা যায় । রাজদরবার তিনি আগেও দেখেছিলেন, রাজার অত্যাচার ও তিনি জীবনে পেয়েছিলেন । কিন্তু স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই দাবী হয়ত তাকে খুবই পীড়া দিয়েছিল । তাই ভারতচন্দ্র ভাবলেন, এর শোধ নিতে হবে । ধর্মের প্রতি আক্রমণই যথেষ্ট নয় , এই রাজা-রাজ পরিবার এবং তথাকথিত সামাজিক পরিবেশের চিত্রটিও ভাবীকালের মানুষদের চোখে পড়বার মত করে দিয়ে যেতে হবে, এই ভেবে তিনি দ্বিতীয়বার লেখনী ধারণ করলেন । এবং তারই প্রয়োজনে সুপরিচিত মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করলেন ততোধিক সুপরিচিত লোকাদের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী । আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এই ব্যবহার । কলাকৌশলের প্রয়োজনে । আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সুনিপুণ যোদ্ধা যেমন ব্যূহ-রচনা করেন , তেমনি আক্রমণ-প্রয়োগের জন্যও করতে হয় । শিখণ্ডীর আড়াল থেকে ভীষ্মকে যেমন তীরনিক্ষেপ করেন অর্জুন । ভারতচন্দ্রও তেমনি দাঁড়িয়েছেন কাহিনীর আড়ালে । আপাতদৃষ্টিতে তিনি সবই করেছেন — দেবভাবনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, এমনকি সুত্র দেবীর আদেশ প্রদান পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করেছেন ।

বিদ্যাসুন্দরকাহিনী প্রসঙ্গে আসা যাক । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতে দেখা যায়, এ কাহিনীর উদ্ভব সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয় । বররুচি নামে কেউ যদি এটি লিখে থাকেন, তাও কোন বররুচি স্পষ্টভাবে বলা যায় না । বিদ্যাসুন্দরের আদি খুঁজতে গিয়ে তিনি মনে করেন , এর প্রথম সৃষ্টি গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে ইংরাজি একাদশ শতকে [১১] আবার শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের কথা লিখেছেন । [১২] যেখান থেকেই আসুক , গল্পগুলি মূলতঃ লৌকিক আদিরসাত্মক প্রেমেরই উপস্থাপনা। কাহিনীটি রোমান্টিক । দুই রাজপরিবারের দুটি যুবক-যুবতীর অসামাজিক ও অবৈধ প্রেম । গুপ্ত অন্ধকারের সুড়ঙ্গপথে তারা পরস্পরের আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত করেছে । নিষিদ্ধ প্রেমের উন্মাদনা জনমনে কিছু বেশী প্রভাব বিস্তার করে বলেই এগুলি সেকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল । তার প্রমাণ রামপ্রসাদের মত সিদ্ধ সাধক ও এই উপাখ্যাননির্ভর কাব্য রচনা করেছিলেন ।

১১। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত বলরাম কবিশেখর-বিরচিত কালিকামঙ্গল গ্রন্থের মুখবন্ধ ।
১২। History of Bengali Language & Lit. P.654. D.C.Sen.

ভারতচন্দ্রের রচনা যে সম্পূর্ণ আলাদা জাতীয়, তা রামপ্রসাদের রচনার সাথে মিলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট হবে। এখানে তাঁর একটি চেহারা স্পষ্ট অনুমান করে নেওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ঠোঁটে কুটিল ব্যঙ্গের হাসি, সে-হাসি অবিশ্বাসের এবং সঙ্গে সঙ্গে উপহাসের। তার ঠোঁটটি যেমন ঈষৎ বাঁকা এবং কুঞ্চিত, তেমনি চোখে যে দৃষ্টি তাতে বানর-বা ভালুক নাচিয়ের কৌতুক। তিনি যেন মজা করবার জন্য, চরিত্রগুলির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে খোঁচাখুঁচির জন্যই রচনা করেছিলেন। অপদার্থ রাজপুত্রও গলিতনখদন্ত ব্যাঘ্রের মত। শক্তি সামর্থ্যহীন ও দুর্বল। কিন্তু বাহ্যিক ভণিতা বা আড়ম্বরটি আছে। নগরপালদের বিক্রম, সুসজ্জিত রাজপুরী, হর্ম্যনিকেতন, সুরম্য উদ্যান, কোতোয়ালের শাসন, হাস্যার্ণব ভাদুড়ীর মত সভাসদ। সবই বাহ্যতঃ সুন্দর। কিন্তু চতুর্দিকে পাপ ও পতনের স্রোত অব্যাহত। শুধু রাজপুরীতেই নয়, সমগ্র সাধারণ মানুষের জীবনেই তাই — রুচির বিকৃতি, হতাশা, নৈরাশ্য ও অবক্ষয়।[১৩]

পতনশীল সমাজ-চিত্র — মানুষের আচার আচরণের শূন্যগর্ভতা, ছলাকলা, লাম্পট্য ও অসংযম — সবযুগেই ব্যঙ্গলেখকদের ব্যঙ্গ-সংহারের বিষয়। সে যুগের সেরা Boccacio জীবনকে ও যুগকে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরবার প্রয়োজনেই লিখেছিলেন তাঁর গল্পগুলি। তার মধ্যেও আমরা দেখতে পেয়েছি, পতনশীল সমাজ সামন্ততন্ত্রের ছবি। সে যুগের নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি। নানা ছলাকলা, গীর্জার পুরোহিতদের নৈতিক ভ্রষ্টতা, যৌনতার অসংযম, ধর্মের বাহ্যরূপের আড়ালে ব্যভিচার, সুন্দরী স্ত্রীর স্বামীকে প্রতারণা ইত্যাদি এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। শিভ্যালরিক রোমান্সের হাস্যকরতা চিত্রণের জন্য Cervantes তাঁর Don Quixote কাহিনীটি রচনা করেন। সেখানেও সামন্ততন্ত্রের আশ্চর্য অধঃপতনের চিত্র। একটা মেকি-বীরকাব্যের (Moc-heroic) সুরে এখানে Knight - দের কৃত্রিম প্রণয়রীতি বা Courtly Love - কে ঘিরে ব্যঙ্গ-পরিহাসের শর পরিচালনা করা হয়েছে।

১৩। 'আনন্দ বিদ্যাসুন্দর কাব্য একখানি রোমান্টিক Satire, এ সুর দ্বার্থ ; একদিকে সমাজশৃঙ্খলা, অপরদিকে রাজসভা ; কবি একটিতে দুইটি সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। —বাংলা ও বাংলাসাহিত্য, প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ৩৩-৩৪।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি Byron কাব্যে ব্যঙ্গ রস উপস্থিত করেছেন সুন্দরভাবে। Don Juan এর কাহিনীর সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের একদিকে মিল আছে। এ-জাতীয় কাহিনী যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে Don Juan কাব্যই তার প্রমাণ। বিদ্যাসুন্দরের মত Don Juan ও লৌকিক কাহিনীরই অনুবর্তন। দুটি উপাখ্যানই মূলতঃ রোমান্টিক। রাজকুমার সুন্দরের মত Don Juan - এর জীবনেও নানা রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিকতা। তার রোমান্স-অ্যাডভেঞ্চার সুন্দরের মতই উদ্দাম। সুন্দর ও Don Juan দুজনই সামাজিক দুর্নীতির শিকার। বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা প্রথম থেকেই অপরিচিত সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে ঃ

'...... ওলো হীরা মোর দিব্য তোর তরে।
কোনমতে দেখাইতে পার নাকি মোরে ॥
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি ॥

এর পিছনে নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ প্রেমের আকর্ষণ। শাস্ত্র-বিধি বা সমাজ শাসন কোন কিছুই তার সমর্থনে নেই ~~......~~ জেনেও বিদুষী নারীর এই যে অপরিচিত অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা — তা সে-যুগের মিশ্র যাবনিক সমাজ-জীবনেরই ইঙ্গিত দেয়।

এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালনাগিনী।
নয়া হৈল লাল লজ্জা হৈল কাল
কেমনে জীবে পাপিনী ॥

সুলতানা ক্যাথারিণ — কন্স্টান্টিনোপলের ক্রীতদাস রূপে Don Juan কে যে কিনে নিয়েছিল অথবা গ্রীক জলদস্যুকন্যা হেইডি — বিদ্যার মতই তাদেরও নিষিদ্ধ প্রেমে আসক্তি। Don Juan কাব্যে Byron- এর ব্যঙ্গ-আক্রমণের

লক্ষ্য, ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অভিজাত সমাজের মানুষ ও তাদের — রীতি-নীতি, উৎকেন্দ্রিকতা ও মূঢ় আচার-আচরণ। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, " I take a vicious and unprincipled character, and lead himthrough those ranks of society whose high external accomplishments cover and cloke internal and secret vices , and I paint the national effects xx of such characters; and certainly they are not so highly coloured as we find them in real life. " 14.

দেখা যাচ্ছে সমাজ-জীবনের বিকৃতিকে জানাই তাঁর লক্ষ্য, ভণ্ডামির ছদ্মবেশ তিনি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন।

ভারতচন্দ্রের কাহিনী-নির্বাচনেও এই দূরদর্শিতার পরিচয় পাচ্ছি। এ জাতীয় রচনা-মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সার্থকতা ঘটে, এটা জানতেন বলেই তিনি সাহসিকতার সঙ্গে লেখনী ধারণ করেছিলেন। এই প্রয়োজনে বস্তুকে অবিকলভাবে চিত্রণের দরকার। তাই অশ্লীলতা-পরিহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানুষের রুচি-পরিচয় অবিকল উদ্ঘাটনের প্রয়োজনেই বাস্তবকে অকুণ্ঠিত ভাষায় সমকালীন জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয়। শুভ সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করাই যেহেতু তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে, তাই জীবনের কালো দিককেও ফুটিয়ে তুলতেই হয়। Comedy এই প্রয়োজন পাশ্চাত্যসাহিত্যে অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করেছে বলেই সেখানেও অশ্লীলতা বাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু এইসব বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য, ১৫ যা অনুচিত ও রুচি-বিগর্হিত — তার স্বরূপের দিক দর্শকদের চোখে ধরিয়ে দেওয়া। কমেডি-রচয়িতাদের এই আদর্শই পরোক্ষ বক্তব্যের আদর্শ। আবার, অশ্লীলতার বিচার কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ডে করাও অসম্ভব। ইংরাজি সাহিত্যের রেস্টোরেশনযুগের অনেক Comedy লেখকের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ উঠেছিল। Emile Legouis তাঁর ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন যে রাজসভার অনেক লেখকেরাই অমন একটি উদার রূপকে অমর্ষক কালোরঙে চিত্রিত করেছেন। এ-যুগের রচনায় সমকালীন

১৪। Byron and Society, the Beckground of Eng. Lit and other essays, H. Grierson, P20.

১৫। The business of comedy is to show people what they should do by representing them on the staze doing what they should not." (- Vanbrough in his Shortx Vindication.)

ও অমার্জিত রুচির পরিচয় তিনি যা পেয়েছেন , তার জন্য তিনি রেস্টোরেশন যুগকে দায়ী করেন নি,৮ করেছেন লেখকদের রুচিকেই । এই ধারণার সমর্থন মিলেছিল Macaulay রচিত ইংলণ্ডের ইতিহাসেও ।[১৬] বিশশতকের ইংরাজ সমালোচকদের বিচারে তাঁরা কিন্তু এই অশ্লীলতার অপবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছেন । Charles Whibley তাঁর The Cambridge History of English Literature গ্রন্থে রেস্টোরেশন যুগের কবিদের আলোচনায় এঁদের বুদ্ধিমত্তা ও বিদগ্ধতার প্রশংসাই করেছেন ।

প্রাচীন যুগের অনেক লেখকেই এই অশ্লীলতা আছে । অবশ্য, সকলেই যে যুগচিত্রণের প্রয়োজনেই অশ্লীলতা এনেছেন, তা নয় । আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে গ্রীক বা রোমান ব্যঙ্গকারদের অনেককেই আনবার উপায় নেই । প্রাচীন Fabliau, Beast Epic , Travadour - জাতীয় গান বা মধ্যযুগীয় অনেক রচনাতেই অশ্লীলতা আছে । ইংরাজি সাহিত্যের অনেক লেখক, যাঁরা স্বভাব ব্যঙ্গকার নন, কিন্তু জীবনের বাস্তব-পরিবেশনে তাঁরা জীবন্ত ছবি এঁকেছেন । Balzac-এর রচনাগুলি — "The history of the human heart traced thread by thread, and social history made in all its parts", Zola-রচিত উপন্যাসগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এঁরা কেউই অশ্লীল বলে মর্যাদা-বঞ্চিত নন ।

ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধেও অভিযোগ অশ্লীলতার । কিন্তু এ অশ্লীলতা সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্তার দরকার আছে । ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের জীবনের বিকার ও বিকৃতি — সমযুগের উদ্ঘাটনের জন্যই তাঁকে এই চিত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঁকতে হয়েছে । শিল্পীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় তিনি এই চরিত্র ও চিত্রগুলি এঁকেছেন । কারণ সমালোচ্য বিষয়, ব্যক্তি বা বস্তুকে পূর্ণভাবে অঙ্কন করাই ব্যঙ্গলেখকের ধর্ম । নগ্নভাবে রূপ উদ্ঘাটনই তাঁর কাজ । এখানে কোন কারচুপির

১৬। Macaulay, History of England, Ch. 1.

আশ্রয় নেওয়া তাঁর পক্ষে অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়ারই সামিল ।[১৭] ভারতচন্দ্র ও তাই বিশ্বাস করতেন । সেই প্রয়োজনেই তিনি অশ্লীলতা বর্জন করেন নি । তাছাড়া, অশ্লীলতার কোটিল্যটুকু অন্য দিক থেকে তাঁর কাজে এসেছে । রাজারা কামরসায়নে তৃপ্ত হয়েছেন, সাধুবাদ দিয়েছেন দুহাতে । ভারতচন্দ্রেরও চাকুরির নিরাপদ আশ্রয় ছাড়তে হয় নি ।

অশ্লীলতা বিশেষভাবে এসেছে বিদ্যার বিহার, বিপরীত বিহার , দিবা বিহার প্রভৃতি বর্ণনা সূত্রে । এগুলিতে রূপময়ী বিদুষী যুবতী বিদ্যা চরিত্রটির যৌন প্রকৃতির মূলে আলোকপাত হয়েছে । বিহার প্রসঙ্গে ~~যৌন অভিজ্ঞ~~ যৌন-আকাঙ্ক্ষা নারীর মত রাজকুমারীর ব্যবহার, হাব-ভাব ছলা-কলা মান-অভিমান ইত্যাদি স্পষ্টভাবে ফুটেছে। এমন কি লজ্জাটুকু পর্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ঃ

সহচরীগণ যদি   সন্নিধি আইল
নম্রমুখী অতি লাজে ।
ভারতচন্দ্র   কহে শুন সুন্দরি
লাজ করিয়া কোন কাজে ॥

বিপরীতবিহারেও নির্লজ্জা নাগরীর মত সুন্দরের প্রতি রসিকতা ঃ

সুন্দরী বুঝিয়া ছলে   মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অলস মহাশয় ।

আবার ঠাট্টা করেও বলতে শুনি ঃ

১৭। 'পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধে হইলেও অশ্লীল নহে ।' — ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত্র ও কাব্য — বংকিমচন্দ্র । এই প্রসঙ্গে বাংলাসাহিত্যের বীরবলের একটি উক্তিও উদ্ধারযোগ্য —

'আমার মতে, যা সত্য, তা গোপন করা সুনীতি নয়, এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয় ।' — যৌবনে দাও রাজটীকা , প্রমথ চৌধুরী । এবং 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে অন্যত্র তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন, 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর আর্ট আছে, অপরের আছে শুধু Nature । ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গভীর নয়, সহাস্য । ... হাস্যরস যে অনেক

শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে
সে মেয়ে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল ভাল পড়া পড়াইল
গাছে উঠতে মোদের কের বটে ॥

এবং কৃত্রিম ক্ষমা-প্রার্থনাও ঃ

ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে।

কিন্তু সকলই কপট চাতুরী মাত্র। আসলে রূপবান যুবক নায়কের উদ্দীপনার্থে ধানুকীর মত ইন্দ্রজাল বিদ্যার চেষ্টা। অবশেষে কিন্তু সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চরমতাই ঃ

না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব থাকিতে পুরীশ।

নিষিদ্ধ প্রেমের অনির্বাণ চিত্র। প্রেম মানব-স্বভাবের একটি সুকুমার বৃত্তি। কিন্তু এই সুকুমার-বৃত্তির মূলেই অনেক সময় অসঙ্গতি দেখা দেয়। জীব ক্ষুধা ও তার দুর্নিবার আকর্ষণে সমাজ ভাঙে, নীতি-নিয়ম ভাঙে। তখন মানবচরিত্র হারায় ভারসাম্য। তখন সেই প্রেমের অসঙ্গতি আতিশয্য হয় ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ।[১৮] এই নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র সেক্সপীয়রের Merry Wives of Windsor নাটকেও দেখা যায়। সেক্সপীয়র অবশ্য ব্যঙ্গকার নন, মানবচরিত্রের ভাষ্যকার। Chaucer এর মধ্যেও দেখা যায়। অনেক ব্যঙ্গকারেরই নাম করা যায়। বিশেষভাবে এক শক্তিশালী ব্যঙ্গলেখকের

১৭। ....দেহে যে স্থূলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টোফেনিস থেকে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকে পাবেন।

১৮। ... since eroticism is found to be dangerous and eradicable element of human nature, erotic acts and ideas often form the subject of wise thought and sarcasm."A History of Sanskrit Lit, Edtd. by S.N.Dasgupta, P. 399.

নাম করছি। কবি পোপের যুগে অভিজাত-সমাজের স্ত্রী-পুরুষদের জীবনের পটভূমিকাতেও এমনি নিষিদ্ধ যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের উগ্রতা দেখা দিয়েছিল। নারী সমাজের নানা চপলতা (frivolities) ও বিলাসের উচ্ছৃঙ্খলতার নগ্নচিত্র উদ্ঘাটন করেছেন তিনি তাঁর ছদ্ম বীরকাব্যে (Moc heroic)। লণ্ডন-সুন্দরীর দৈনন্দিন জীবনের সার্থক চিত্রণ দেখালেন। Bellinda -এর চিত্রে শয়নগৃহে রাত্রি যাপনরত নারী ও পুরুষের আচরণ উপরে বর্ণিত বিদ্যা ও সুন্দরের আচরণের মতই বাস্তবতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল ঃ

> When lapdogs give themselves the rousing-shake
> Sleepless lovers Just at twelve awake,
> Thrice rung the bell, the slipper knocked the ground
> And the pressed, a silver sound returned." [19]

বিদ্যাসুন্দর কাহিনী-নির্বাচনে ভারতচন্দ্রের বিচার-বিবেচনা, আধুনিকতা, যুক্তি ও কৌশল পাশ্চাত্য বাংলাসাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে পরিষ্কার করে দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কথাও আসে। সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিখ্যাত একাদশক কাশ্মীরের পণ্ডিত-কবি ক্ষেমেন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যরচনা 'সময়মাতৃকা'র সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করে দেখা যাক। সময় মাতৃকা-র কাহিনী বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মতই লৌকিক জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই গল্পের মাধ্যমেই সে-যুগের নানা হাস্যকর দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নানা অসঙ্গতি-দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি। সমাজ-অসঙ্গতির চিত্র। তরুণী পতিতা কলাবতীর শূন্যগর্ভ ছলাকলা ও বৃদ্ধ প্রেমহীন ব্যভিচারের চিত্র যেমন এখানে আঁকা হয়েছে, তেমনি পতিতা কঙ্কালির প্রাথমিক জীবনে সমগ্র কাশ্মীর ভ্রমণ সূত্রে আচরিত নানা গর্হিত পাপাচার, কলুষ-অসংযমের বিকার-বিকৃতি ও তেমনি কালের চরিত্রকে নগ্নভাবে উন্মোচন করা হয়েছে। অসামাজিক গুপ্তপ্রেম ও অবৈধ মিলন কঙ্কালির চরিত্রে প্রকাশিত করেছে। এতে ক্ষেমেন্দ্রের উদ্দেশ্যগত তাৎপর্য সুস্পষ্ট।

১৯। The Rape of the Lock, Pope.

বিদ্যাসুন্দর-প্রণেতা ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি, রচনারীতি ও আঙ্গিক ইত্যাদির দিকেও ক্ষেমেন্দ্রের সঙ্গে বেশ একটা মিল দেখা যায়। প্রথমতঃ ক্ষেমেন্দ্রের মতই লৌকিক জীবনের কাহিনী ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গ-প্রয়োগের পাত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই কাহিনীসূত্রে এসেছে চরিত্রগুলির আচার-বিচার রীতি প্রকৃতি ইত্যাদি বর্ণনা-প্রসঙ্গে পরোক্ষ ভাবে সূক্ষ্মশীলনে সমালোচনা। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকার মত ভারতচন্দ্রের কাহিনীও পদ্যছন্দের সুললিত বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয়ত, ক্ষেমেন্দ্র উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে কংকালির মুখ দিয়ে সেকালের পুরুষদের যৌনাচারিতার যে-চিত্র উপস্থিত করেছেন, তাতে অনেক পুরুষের স্ত্রৈণ-চরিত্র ভ্রূকুটি-ব্যঙ্গে অংকিত হয়েছে। স্ত্রীলোকদের পতিনিন্দা-প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রও তাদের মুখে সেকালের দরবারের মাসাহারাভোগী স্ত্রৈণ-গত পুরুষদের প্রচুর অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা দেখিয়েছেন। ক্ষেমেন্দ্র প্রতিভা বিশ্লেষণে প্রাচ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক যা বলেছেন, অবিকল সেই ভাষায় উক্তিটি ভারতচন্দ্র সম্পর্কেও ব্যবহারযোগ্য ঃ " He is more a satirist than a humorist, and is in a sense privileged to present things in a repulsively naked form; but pungent and realistic that his descriptions often are there is nothing to redeem the general atmosphere of prosy and depressing sordidness. " 20

ক্ষেমেন্দ্রের মত ভারতচন্দ্রের পরিচয়ও নিছক হাস্যরসিক নয়। সহানুভূতি কোমল করুণ হাস্যরসের স্রষ্টা তাঁকে বলা চলে না। এ যুগের বিশিষ্ট সমালোচকদের অনেকের বক্তব্যই পরিষ্কার। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় — 'সকলকেই কমবেশী উপহাসাস্পদরূপে দেখান হইয়াছে। কবির ব্যঙ্গ-ধনুকে খরতর শর-সংযোজনা হইয়াছে। এমনকি কামকেলিবিলাসের বর্ণনাতেও মধুর রস অপেক্ষা অম্লরসেরই প্রাধান্য।[২১]

২০। A History of Sanskrit Literature , Classical Period, Sri S.N. Dasgupta, P. 406.

২১। ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা , পৃঃ ৭ ঃ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তিটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় বলে মনে করি ঃ 'খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সর্ব-সংস্কারমুক্ত যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রধান রচনার ভিতর দিয়াই তাহার প্রথম সোপান রচিত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় ডঃ সুকুমার সেনও একথা সমর্থন করেন ঃ রামপ্রসাদের কাব্যে সকল চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে চিত্রগুলি Typical , প্রায় যেন Satirical.

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে আসে । ভারতচন্দ্রের রচনাকে প্রচলিত সাধারণ সৃষ্টির পর্যায়ে ফেলে অনেকেই তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন । মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ধারাস্রোতে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় নি বলেই অনেকে অসন্তুষ্ট হয়েছেন । তাঁদের অভিযোগ কবি যেন পূর্ববর্তী কবিদের মত আন্তরিকতার সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনীগুলি বর্ণনা করেন নি । চরিত্রসৃষ্টিতেও কবি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি , এই অভিযোগও প্রায় সবাই করেছেন । অশ্লীলতার অপবাদ ত আছেই । এই সব সমালোচনা এসেছে তাঁকে প্রকৃত ব্যঙ্গকারের দৃষ্টিতে দেখা হয়নি বলেই । মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি সজীব, অনেক পরিমাণে মানবীয়করণ ঘটেছে সেখানে , ভারতচন্দ্রে চরিত্র নেই বলে সেজন্যে আক্ষেপ করবার কারণ নেই । কারণ কবি সৃষ্টিমূলক সাহিত্য লিখতে চান নি । আসলে তিনি ছিলেন হাস্যরসিক ব্যঙ্গকার, একজন উঁচুদরের স্যাটায়ারিস্ট । প্রকৃত-ব্যঙ্গকারের দৃষ্টিতে দেখলেই তিনি যে অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তাতে সন্দেহের চিহ্ন কিছু থাকে না । এবং ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই তিনি আমাদের বাংলাসাহিত্যে একভাবে ব্যঙ্গলেখকের সবগুলি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ করেছিলেন, তা দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত হয় ।

কাহিনী প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের ভাষার কথাও এসে পড়ে । ব্যঙ্গকারের ভাষা তাঁর অন্তর্নিহিত যুক্তির সারবত্তাকেই আন্তরিকতা ও কৌশলের সঙ্গে ব্যক্ত করে । সমালোচক এখানে যে-অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তার সর্বপ্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ভাষা । প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গকারের চাইতে পরোক্ষ ব্যঙ্গকারকে তাঁর ভাষা সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হতে হয় । সব ব্যঙ্গ স্রষ্টাই শরসংধান করেন, আঘাত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য দুভাবে সাধিত হতে পারে । একটি তীব্র তীক্ষ্ণ শাণিত চাঁচাছোলা বাক্যপ্রয়োগে । অতীতে অনেক সমালোচকের ভাষাই ছিল এইরকম । ভাষা ছিল অমার্জিত , গ্রাম্যতাযুক্ত । এ-জাতীয় ভাষা ব্যবহারের মর্যাদা কিছু নেই বলে, এবং এর দ্বারা মানুষের মনের সেবা করবার পরিবর্তে উত্যক্ত করাই হয় বলে, এ সর্বদা বর্জনীয় । অমার্জিত অসংস্কৃত-ভাষা ব্যবহারে গায়ের ঝাল মেটে বটে, কিন্তু এ কুৎসাজাতীয় নিকৃষ্ট রচনা প্রকৃত ব্যঙ্গপদবাচ্য নয় । আদিম মানুষ সেই গুহাজীবনের কাল থেকে আরম্ভ করে ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় বা কোন প্রবল পরাজিত প্রতিপক্ষের প্রতি যে সকল নিন্দা বা কুৎসাবাক্য প্রয়োগ করত, তার পিছনে ছিল শুধু ঈর্ষা বা বিদ্বেষ । আসলে অসংস্কৃত মানসই ছিল তার মূলে।

এই জিনিস প্রাচীন কালে আমাদের দেশে ছিল। এদের ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষ, ভাষা অশালীন এবং রীতি বাকচাতুর্যবিহীন। প্রকৃত ব্যঙ্গকারের যেমন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বাস্তব প্রসারিত, তেমনি[22] ভাষার ওপরেও তাঁর থাকবে অবাধ অধিকার। রচনার প্রকৃতি অনুযায়ী নির্বাচন করতে হয় ভাষাকে। ভাষা হবে বুদ্ধিদীপ্ত, ইঙ্গিতময়। এ সম্পর্কে একটি সুন্দরকথা বলেছেন কবি ও ব্যঙ্গ শিল্পী Pope —

> " ... Just the Medium hit,
> And heals with morals what it hurts with wit.[23]

এই medium hit- টির সর্বপ্রধান বাহন যেহেতু wit -- শব্দ এবং শব্দার্থ নিয়ে খেলা, যাকে ইংরাজিতে আরো এগিয়ে বলা যায় — "playful Judgement"-- ভারতচন্দ্রে তাই দেখতে পেয়েছি আমরা।

ভারতচন্দ্রের আগে ব্যঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি হয়নি। তৎপূর্ববর্তী সাহিত্যে মুকুন্দরাম সংযমিত humour- এর সুন্দর ব্যবহার দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যঙ্গবিদগ্ধতা প্রথম দেখা গেল ভারতচন্দ্রে। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা ও সভাসদদের মধ্যে তাঁকে বাস করতে হয়েছিল — সেই সমাজ পরিবেশকে Meridith- এর ভাষায় বলা চলে — " A society of cultivated men and women -- " প্রথমতঃ এ কারণেই তাঁকে ভাষাব্যবহারে কৌশলী হতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য, । প্রচ্ছন্নভাবে যাই উদ্দেশ্য থাকুক। শিল্পচাতুর্য সম্বন্ধে তিনি অমনোযোগী হতে পারেন নি। কৌশলের সম্ভারের কথা মনে রেখেই, তৃতীয়তঃ বলা যায় যে, ভারতচন্দ্র হিন্দী, ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা — চারটি ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেন। মিথ্যাচারিতা, ভণ্ডামি ও আচার-আচরণের উন্মত্ততা ছাড়া রাজদরবারের বিলাস ও কৃত্রিম আড়ম্বর দেখাবার প্রয়োজনে তিনি পছন্দমত গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ও বাংলাব্যবহার

২২। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের ব্যঙ্গকার Hipponax -- এর কথা মনে আসে। শিল্পীদের প্রতি তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Will Durant বলেছেন — ".. he attacked them with such corrosive Verse that some of it has proved more durable then their stone, and sharper than the teeth of time. "-- Will Durant , The life of Greece, P. 143-144.

২৩। Satires and Epistles. V. Pope (Oxford) P.70.

করেছেন । আবার অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডে বাদশা জাহাঙ্গীরের কাহিনীবর্ণনায় সংস্কৃত-ফারসী এবং হিন্দীর অবাধ মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ।[২৪] সাধারণ মানুষের কথাবার্তা চালচলন ইত্যাদি কবি বর্ণনা করেছেন প্রাকৃত ভাষার সহায়তায় । যেখানে যেমন ভাষাটি দরকার শব্দ-নির্বাচনে ঠিক তেমনটি সচেতন ছিলেন তিনি ।

মনে রাখতে হবে, ভারতচন্দ্রের যুগ হিন্দী ও ফারসী শিক্ষার যুগ । নবাবী যুগের রুচি-প্রকৃতির প্রধান বাহন এই ভাষা । রাজদরবারের ভিত্তিভূমিতে প্রতিটি মানুষের জীবনে এই ভাষার প্রভাব পড়তে বাধ্য । ফলে রাজা ও রাজপুরীর নিবিষ্ট প্রায় চর্চার মধ্যে সে-যুগে দেখছি দুটি প্রভাব — ।১। চিরাগত সংস্কৃত প্রভাব ও ।২। নবাগত যাবনী-প্রভাব । কাজেই দেখা যাচ্ছে , হিন্দু রাজপুরীর অন্তঃপুরীদের প্রণয়-ব্যবহারেও সংস্কৃত যুগের ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী সৌন্দর্যচর্চায় যাবনিক প্রভাবও তাঁকে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে ।

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনেই যে তিনি যাবনী-মিশাল ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর নিজের কথাতেই ঃ

না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল ।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে ।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যগুণ লয়ে ॥

তা বলে কিন্তু তিনি টেকশিপর মতন অনুকার করেন নি । তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণাত্মক ছিল । সমাজ জীবনে বাঁকাচোরা রীতিনীতি ও অভ্যাসের তিনি সংশোধন-প্রয়াসী ছিলেন ভাষা-ব্যবহারে বিচারবুদ্ধিহীন কল্পনা সর্বস্বতা ও নিরঙ্কুশ আবেগপ্রবণতা বর্জনকরেছেন । কটুবাক্যের চাইতে তীক্ষ্ণহাসি যে অধিকতর শক্তিশালী তিনি জানতেন । আবার তাঁর বক্তব্যে অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই । ধর্মের আবরণ খুলে

২৪। 'কেবল অন্নদামঙ্গলের শেষ পরিচ্ছেদে নয়, বিদ্যাসুন্দরেও অন্নদামঙ্গলের অন্যান্য লৌকিক অংশেও কবি মুসলমানী কথার প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন । .... রাজরাজড়ার দরবার এবং ঐশ্বর্যপ্রকাশ -সাধনের মালিক ছিল মুসলমান । কাজেই মুসলমানী ভাষা তখন নাগরিক সভ্যতার ভাষা ।' — প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, কালিদাস রায় , । পৃঃ ২৪৪॥

পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে নির্বুদ্ধিতার মূর্তি তিনি সবার সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই উদ্দেশ্য যে সাধিত হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। চোরধরার দৃশ্যটিতে যেন খানিকটা মেকি বীরকাব্যের সুর শোনা যায়। এ ধারায় সাধারণতঃ দুটি পদ্ধতি থাকে। ব্যঙ্গকারেরা কোন সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বড় জিনিষকে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে অত্যন্ত ছোট করে চিত্রিত করেন, যাতে করে এক জাতীয় হাস্যকরতার সৃষ্টি হয়। আবার খুব ছোট জিনিষকে আতিশয্য বর্ণনার সাহায্যে এত বৃহৎ করে দেখান হয় যে তার কল্পনামাত্রেই আমাদের হাসি পায়। সামন্তরাজার যে-দরবারটি তার জাঁকজমক ও উদ্যোগ-আয়োজন হাঁক-ডাক নিয়ে এত প্রবলপ্রতাপান্বিত এবং যেখানে এত "কামানের হুড়াহুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি" শোনা যায় সেখানকার কোতোয়ালেরা সামান্য একটি চোর ধরার জন্য নারী-সাজে সজ্জিত হয়ে চরম অপদার্থের আচরণ করছে দেখে তার মূল বক্তব্যটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। এই দৃশ্যটির হাস্যকরতা চিত্রণে ভাষা নিখুঁত ও বস্তুধর্মী ঃ

ধামধুমী বলে শুন ঠাকুর জামাই।
হকুন ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই ॥
এত শুন আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা ॥

ভাষায় যারা বক্তিচাতুরীর কারবারী, তারা শব্দব্যবহারে ইঙ্গিতে নিজের উদ্দেশ্যসাধন করতে সক্ষম।

আবার, খাঁটি মৌখিকভাষার সুরেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিভিন্ন পদের বিশেষ সংস্থানকৌশলে, শব্দ-অর্থের সঙ্গতি, বিশেষ ধরণের শব্দচয়নে ও ধ্বনিগৌরবে তিনি সিদ্ধকাম হয়েছেন। এবং যতটুকু বলবার, তাকে নির্দিষ্ট চরণ ও পংক্তির মধ্যেও আবদ্ধ রেখেছেন। সেই দেবী অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনার অংশে দেবীবর্ণনার চিত্রটি দেখা যাক — সেখানে ভক্তিরসহীন অবিশ্বাসী মূর্তিটি কবির স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদিসাঁদি ।
হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥
ডেঙ্গুর উকুন নীক করে ইলিবিলি ।
কুটকুট কাম কোটারির কিলিবিলি ॥

ভারতচন্দ্রের ভাষাব্যবহারের তাৎপর্যপূর্ণতা (Suggestivity) লক্ষ্য করবার মত । অন্যত্রও দেখা যায় ঃ

বিবিদের পাইল ভূতে প্রলয় পাড়িল ।
কেশবাস ইঁয়ার ধমকে ছিঁড়া দিল ॥
চিৎপাত হয়ে বিবি হাত-পা আছাড়ে ।
কত মিয়া দোয়া দিল তবু নাহি ছাড়ে ॥
নামি মিয়া জেবী কোরাণ খোলাইয়া ।
নড় বড় রড় দিল জুতারে লইয়া ॥

বাংলাভাষায় সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কিছু কিছু আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা কী সুন্দরই না হয়ে উঠেছে ।

ক্লাসিক সাহিত্য ও তার ভাষার সঙ্গে পরিচয় ব্যঙ্গস্রষ্টাদের প্রতিভার মূলে রসসঞ্চার করে থাকে অনেক পরিমাণে । পাশ্চাত্য সাহিত্যের ব্যঙ্গলেখকদের মধ্যে এই গুণ আমরা দেখি। (Boileau , Dryden , Pope,Dr Jonson - প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-শিল্পীদের পরিচয় ছিল ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে । ল্যাটিন ও গ্রীকভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন Dryden ; , ইংরেজি শব্দের সঙ্গে তাদের প্রয়োগ তাঁর রচনাকে বাকভঙ্গির সৌষ্ঠব ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে । শব্দের মিল যুক্ত পংক্তিবিন্যাসের মধ্যে বক্তব্যকে কী নৈপুণ্যিক আনুবৃত্তিকতায়ই না তিনি ব্যক্ত করেছেন[২৫] । Pope- এর

২৫। "In his Satires ... he had fashioned it massive, clear and Virile... He had made the couplet the weopon of logic and judgement."-- A Short History of Eng Literature. Emile Lagouis, P.183.

রচনাতেও বাগ্‌ধর্মীদের এক দৃঢ়বদ্ধ পারিপাট্যের অনুসরণ আছে । বস্তুতঃ তিনি প্রকাশের কঠিন শাসনে বেঁধেছেন , নিয়ন্ত্রিত করেছেন, নিটোল ও তাৎপর্যপূর্ণ করেছেন । ভাষা কোথাও বিষয়বস্তুর গতানুগতিক প্রকাশে ঢিলেঢালা ও দুর্বল নয় । তাই প্রকাশ সৌষ্ঠবে যুক্ত হয়েছে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ব্যঞ্জনা, ভাষা হয়েছে যুক্তিধর্মী ।[২৬]

দুঃখের কথা, ভারতচন্দ্রের পূর্বে কোন ক্লাসিক বাংলাসাহিত্য ছিল না । ~~xxxx~~ বাংলায় তো কথাই ওঠে না , সংস্কৃতেই ছিল না । সোজাসুজি বাগভঙ্গ সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে ~~জ্ঞান~~ তিনি পূর্বগামী কারুর রচনাতেই পান নি বলা যায় । ইংরাজি ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে ও তাঁর কোন যোগাযোগ থাকারই কথা নয় । কিন্তু সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী ইত্যাদির সাথে পরিচয়সূত্রে তাঁর শিল্পীমনটি পরিণতরূপে গড়ে উঠেছিল। ফলে তাঁর মনটি ছিল সুসংস্কৃত ও মার্জিত, মেজাজ ও মেধায় ছিল বুদ্ধিদীপ্ততা । এই সকলের মিশ্রণে শব্দপ্রয়োগের শিল্প —ইংরাজিতে যাকে বলে diction -- তা পরিমিত ও সুন্দর রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । সুবিখ্যাত সমালোচক ডঃ সুকুমার সেনকে তাই বলতে শুনি ঃ 'ভারতচন্দ্র একান্তভাবে শব্দকুশলী কবি । ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ-বিন্যাসের চটকে , ভারতচন্দ্রের কাব্য শব্দশিল্পের নিখুঁত উদাহরণ । .. সুললিত এবং রুচির শব্দচয়নে পূর্ববর্তী কবিদের অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের অধিক যোগ্যতা ছিল, কেননা ইনি সংস্কৃত ছাড়া ফারসী ও হিন্দীভাষাও জানিতেন ।'[২৭]

শব্দ ও বাক্যের নানারকম বিন্যাস ও সুচতুর প্রয়োগরীতির চমৎকারিতা সৃষ্টির জন্য কখনও কখনও তিনি খানিক পরিমাণে কৃত্রিমতার পরিচয় দিয়েছেন বটে, তবে তা খুবই কম । বস্তুত শব্দকুশলী কবি শব্দব্যবহারে বাকচাতুর্যের অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন । প্রতিটি বক্তব্য সুস্পষ্ট রেখাংকনে পরিমিত চরণের মধ্যে আবদ্ধ । বাংলা তানপ্রধান পয়ার ও ত্রিপদীছন্দের উপর তাঁর দক্ষতা ~~ও~~ সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে ।

২৬। Ibid. P. 201.

২৭। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ।১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ । ডঃ সুকুমার সেন, ~~পৃঃ/৮৪০/~~
পৃঃ ৮৭০।

আবার, ১৮ পয়ারের মধ্যেও মালঝাঁপ মিশিয়েছেন। খাঁটি সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহার ও অসাধারণ। আধুনিককালের ছড়ার ছন্দ —ডনবার ধামালী ছন্দেরও ব্যবহার করেছেন তাৎপর্যপূর্ণভাবে। এ সবই তাঁর বিদ্বান চিন্তা ও পরিমিত বোধির ফল। যে-ফুলঝী শব্দের কারুকর্ম তাঁর রচনায় চোখে পড়ে, বক্তব্য-বস্তু উপস্থাপনের মধ্যে যে ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্য— তা কিন্তু প্রয়োজনের নিরিখে তাৎপর্যমণ্ডিত। কত সংক্ষিপ্ত কথায় ও অর্থবোধক ইঙ্গিতে হীরামালিনীর চরিত্রটি উদ্ভাসিত ঃ

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল ভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥

বাক্‌বৈদগ্ধ্যের টেক, চাতুর্য ও ঔজ্জ্বল্য এমনি অনেক বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। কামমোহিনী নারীর বর্ণনা ঃ

চকে যিনি মৃগভাবে মৃগমদবিন্দু।
মৃগলোভে কহিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অধরের রূপ দেয় অধর মহিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাসের ভঙ্গিমা॥

ক্লাসিক-পরিচয় না থাকলে এমন সংক্ষিপ্ত অর্থবহ বাণীমূর্তি রচনা আদৌ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

ভাষাসৃজনে ভারতচন্দ্রের এই দক্ষতার মূলে অলংকার নির্বাচনের নৈপুণ্য স্বীকার করতে হয়। নানা বিচিত্র অলংকার। যে যুগজীবনের উদ্ঘাটন তাঁর সাহিত্যে সে-যুগ শূন্যগর্ভ, ছলাকলাময় ও কৃত্রিম। এই কৃত্রিম যুগ-চিত্রণের প্রয়োজনে এমন অলংকার তিনি ব্যবহার করেছেন, যে-গুলি অধিকাংশ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রদ্ধেয় সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় তাই ব্যর্থহীন ঘোষণা ঃ 'বর্ণনা, রূপ, ভাষার সুচ্ছন্দ অসিক্রীড়া —

— এ সবগুই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ । এইসব গুণেই ভল্টেয়ার টিকিয়া আছেন, ভারতচন্দ্র আছেন, বার্ণাড শ টিকিয়া থাকিবেন ।[২৮]

আসলকথা , বক্তব্যবস্তুর বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা, লক্ষ্যভেদের একাগ্রতা থেকেই আসে এই সার্থকতা । কৌশলমণ্ডিত শর্বহ হবে এই উচ্চারণ , হবে দ্যুতিময় । তীরের হাতুড়ির গদা নয়, ব্যঙ্গ-সাহিত্য । পালকের তীরের মত উড়ে গিয়ে লক্ষ্যে বিদ্ধ হবে । এই প্রয়োজনেই নানা অলংকার এনেছেন ভারতচন্দ্র । এই অলঙ্কার-গুলির ব্যবহারে তাঁর বক্তব্য উদ্ভাসিত হয়েছে অনেক পরিমাণেই । দুটি একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় ধূর্তমালিনীর বেসাতির বিবরণ যমক অলংকারে ফুটেছে ঃ

আছে বল বুনিয়াদের আসী সেই খোঁটা ।
আটি টাকা দিয়াছিলাম সবগুলি খোঁটা ॥
যে-লাজ পেয়েছি হাটে কহিতে লাজ পায় ।
এ টাকা আসীর হলে আসী তোর পায় ॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি ।
ভাঙ্গাইয়া দুকাহনে ভাগে বেলে ভাঙ্গি ॥

নারীর রূপলালসা ও কামাতুরতার চিত্র-সৃষ্টিতে অনুপ্রাস ঃ

দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর অন্তরে জর্জর যত রমণী ।
কবরীভূষণ কাঁচলিকষণ কটির বসন খসে অমনি ॥

বিদ্যার রূপবর্ণনায় ব্যতিরেক অলংকার ঃ

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা ।
পদনখে পড়ে আছে তার কত গুলা ॥

তুল্যযোগিতা অলংকার ঃ

লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায় ।
পশুপক্ষী নাগ আছে কে কোথা এড়ায় ॥

২৮। হীরামালিনী , বাংলা সাহিত্যের নরনারী , প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ১৭।

২১৮

উদ্ধৃত

।[redacted]।

দৃষ্টান্ত অলংকারের সাহায্যে বিদ্রূপ-চিত্র ঃ

কপাটেতে তিল থাটা দেখিতে কে পায় ।
চোকে ভুলাইয়া ভ্রম পদ্মমধু খায় ॥

মানব-স্বভাবের প্রতি বিদ্রূপ ও অসংগতি আচরণে 'অপ্রস্তুত প্রশংসা'-র ব্যবহার --

সুয়া যদি বিষ দেয় সেও হয় চিনি ।
দুয়া যদি চিনি দেয় বিষ হয় তিনি ॥

ব্যাজোক্তি (Sarcasm) অলংকার ঃ

ঠক্কুরা দরবার বলে নয় দরবার
দরবার ছুঁতে কাটে মাছি ।

শ্লেষ (Irony) ঃ

অভিজ্ঞ সর্বজ্ঞ অতি গণক দুয়ার ।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার ॥

বিরোধাভাস (Epigram)

।ক। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ ।
।খ। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর ॥

সর্বত্রই ভারতচন্দ্রের শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার নিদর্শন সুস্পষ্ট । এই বুদ্ধিচাতুর্য জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত । সেখানে বাক্‌চাতুরীকে আশ্রয় করে এক শ্রেণীর প্রকাশ ঘটে । ব্যঙ্গকারকে অনেক সময়ই বাঁকাভাষায় ঐ কথা বলতে হয় । সোজাসুজি বললে , খোঁচিয়ে

বললে তাতে করে এক জাতীয় প্রসাদগুণের সৃষ্টি হয়। শিল্পশোভিত করে বলা। অসংলগ্ন ভাবের অপ্রত্যাশিত একত্র সমাবেশে, ভাষার দ্ব্যর্থবোধকতা, আপাতবিরোধী বর্ণনা, বাক্যগুলির ইঙ্গিত ও নেতিবাচকতা, হালকা চালে গভীর কথা বলা — এগুলির প্রয়োজনেই ~~অলংকার~~ ব্যবহার করতে হয়। দুটি কারণেই ব্যঙ্গে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। এক বক্তব্য যেহেতু ~~ক রূপ~~ রসস্পর্শহীন পার্থিব বিষয়বস্তুতে অতিমাত্রায় নিহিত, তাই তাতে শিল্পমূর্তি দেবার তাগিদে। ~~আ~~ পাঠকের রসবোধ যাতে বিচলিত না হয়, যাতে শেষ পর্যন্ত পাঠকের যুক্তি ও চিন্তা চেতনাকে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল করে তোলা যায় — তাই হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ।

বক্তব্যকে তির্যক করে তুলতে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন ভারতচন্দ্র বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যে শাণিত বলেই তিনি তাঁর রচনায় ব্যঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিষয়বস্তুকে করতে চেয়েছেন সরস — এই সরসতার অলংকার আনতে হয়েছে তাঁকে। ওস্তাদি ভাষায়, অভিনব ভঙ্গিতে কথা বলেছেন। এতে করে রূপগত, অর্থগত ও ধ্বনিগত মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। এইসব অনেক অলংকার এসে গেছে সহজভাবে, অনেক সৃষ্টি হয়েছে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-মনন থেকে। ইংরাজি অলংকারের ধাঁচ তিনি রাখতেন না। ব্যঙ্গ লেখকদের হাতে কী জাতীয় অলংকার বেশী প্রয়োজন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য — সে তিনি আপন বুদ্ধির নিরিখেই গ্রহণ করেছেন। প্রচুর Epigram -- বাংলায় যাকে বলে বিরোধাভাস — ব্যবহার করেছেন ভারতচন্দ্র। বক্তব্যবস্তুর যথাযথতা, সূক্ষ্মশক্তি ও তীক্ষ্ণতা এসেছে এতে। সংক্ষিপ্ত অথচ তির্যক অর্থবহ — "bravity is the soulof wit." মনে করায়। ব্যঙ্গকারের এ এক অমোঘ অস্ত্র। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের Comedy রচয়িতা Menander এর অনেক উক্তি প্রবাদ-বাক্যের মতো সাধারণে প্রচলিত হয়েছে। প্রচলিত জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কবির যে Wisdom তাই wit এর স্পর্শে এ জাতীয় বাণীমূর্তি লাভ করে। Menander- Evil Communications Corrupt good manners," " Conscience makes cowards of the bravest man"[৩০] ইত্যাদি স্মর্তব্য। প্রাচীন রোমান ব্যঙ্গলেখক Martial সমসাময়িক রোমের নানা রাজন্যাধীশের উন্মত্ততা ও নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্রূপ-পরিহাস করেছেন। মাত্র দুটি চরণের মধ্যে সংক্ষিপ্ত তাঁর বক্তব্য, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল।[৩১] এই প্রসঙ্গে সবচাইতে

29. Hamlet, Act. 11 ,Scene 2.
30. Cambridge Ancient History; Vol. vll, P. 227.
31. Caesar and Christ, Will Durant , P.317.

বহু দৃষ্টান্ত রেখেছেন ইংরাজ ব্যঙ্গ-লেখক পোপ। এগুলির মধ্যে আছে বাকচাতুর্য— তা তীক্ষ্ণ অর্থবহ ইঙ্গিতে জগৎ ও জীবনের অনেক অসঙ্গতি-অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর হাতে বানানো প্রবাদের কটি দৃষ্টান্ত ঃ

(a) For wit and Judgement often are at strife,
    The meant each other's aid, like man and wife.

(b) Like ^ings we lose the conquests gain'd before,
    By vain ambition still to make them more...

(c) A littàà learnig is a dangerous thing;
    Drink deep or taste not the Pierian spring. ..

ইংরাজি সাহিত্যের এই শক্তিমান কবির রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই মূল সুর, এবং এই ব্যঙ্গ বিচিত্রধারায় উৎসারিত। মানুষ ও সমাজ তার ত্রুটির ও চরিত্র নিয়ে উক্তিগুলি বিদ্যুৎশিখার মত জ্বলিত হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম [illegible] রচনাতেও এই দুর্লভ শিল্পরূপ দেখি।

ভারতচন্দ্রের হাতেও এমনি অগণিত বাক্ধারার সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প-সচেতন কবির বুদ্ধির দীপ্তি এইগুলিতে ফুটেছে। উদাহরণ ঃ

।১। নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।
।২। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
।৩। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
।৪। রতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।
।৫। হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
।৬। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।
।৭। কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
।৮। বেড়া নেড়ে দেখ গৃহস্থের মন বুঝা।
।৯। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।
।১০। গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল।
।১১। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ
।১২। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার
।১৩। ভবিষ্যৎ ভাবি দেখা বর্তমানে মরে।
।১৪। মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়।

।উপমা।

১৫। যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।
১৬। বুঝিবা চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।
১৭। এক জন্ম আর ছার দোষাগুণ হয় তার।
১৮। যে হয় বিদুর পিতা সে-হয় বিদুর।
১৯। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন
২০। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।
২১। প্রখর রবির তাপ শিরে সহ্য হয় কে।
তার তাপে বালিতপ্ত-রজ সহ্য নয় কে॥

এগুলির প্রতিটিই " Satirical as well as witty". বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা সমালোচক ও খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মনীষা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি ঃ "ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার ভাষায়। এমন মার্জিত, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভাষা প্রাচীন সাহিত্যে তো দূরের কথা, বর্তমান সাহিত্যেও বিরল। ...ঈশ্বরগুপ্তের ভাষাতেও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু রায় গুণাকরের তুলনায় নিতান্ত গ্রাম্য। তীক্ষ্ণবাণেও সম্মার্জনীতে যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের ভাষায়।"[৩২] ঈশ্বরগুপ্ত কেবল নৃতাবর্ম। ভারতচন্দ্র বহুভাষাবিদ প্রাজ্ঞ ও অনুশীলিত। ঈশ্বরগুপ্তে পুস্তকগত সুশিক্ষার অভাব, মার্জিত পরিচ্ছন্ন শিক্ষার ও সংসর্গের অভাব, সহধর্মিণীর পবিত্র সংসর্গের অভাব, তদুপরি সমাজের অত্যাচারজনিত ক্ষোভও আছে। এই সব বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন, "শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর -কি ছাইভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না —দেখিয়া অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি হয়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। ..... এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।"[৩৩] ভারতচন্দ্রের রচনাতেও শব্দকৌশল আছে। নানা যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ক্রিয়া — সবই আছে। কিন্তু শিল্পী জনোচিত ব্যবহারও আছে। এই বাহুল্যবর্জিত বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার দিক থেকে ভারতচন্দ্রের মিল আছে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। সব বাগবিন্যাসের চটক, চাতুর্য, ঔজ্জ্বল্য ও পারিপাট্য উভয়ের রচনাকেই করেছে গৌরবান্বিত।[৩৪]

৩২। ভারতচন্দ্র, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ৬৮।
৩৩। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব।
৩৪। এই প্রসঙ্গে প্রমথচৌধুরীর প্রতিভার নিপুণ বিশ্লেষক ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় বলেন, "ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রসাদ গুণ তুলনাহীন। তাঁর হাতে বঙ্গ-সরস্বতী একেবারে তন্বী-শ্যামা শিখরিদশনা রূপ লাভ করেছে। ... ভারতচন্দ্রের মত প্রমথ চৌধুরীও অলংকারপ্রিয় ছিলেন, তাঁর রচনাতেও মণ্ডনকলার অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়।"
প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ১১২।

॥ ব্যঙ্গে চিরন্তনতা ও ভারতচন্দ্র ॥

ব্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে, এ জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি প্রধানতঃ সমালোচনার জন্য, প্রতিবাদের জন্য। জীবনের যে সুন্দর দিকটি রাহুগ্রস্ত হয়েছে, যে সুন্দর ফুলগুলিতে কীট ঢুকেছে, জগৎ-ব্যাপারের অসঙ্গতিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাদের সংশোধন করে দেওয়াই তার কাজ। তাই ব্যঙ্গ সাহিত্য মূলত একটি যুগের সঙ্গে বিশেষ গাঁটছড়াবন্ধনে আবদ্ধ। তাই ব্যঙ্গবাণ বিদ্ধ করে রাজনৈতিক, জীবনের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, দলমদমত্ততা, ক্ষমতাস্পৃহা বা আধিকারিকের দুর্বলতাকে। আবার, সমাজ জীবনের কুপ্রথা, কুরীতি, কু-আচার, জীর্ণ সংস্কার, শাঠ্য ছলনা বা মূঢ় ভণ্ডামির প্রভাবে আঘাত করাও তার কাজ। ধর্মজীবনের গ্লানিকে সে বিদ্রূপ বাণ করে, সমালোচনা করে। কখনও গম্ভীর মেজাজের রাশভারী মানুষের মত তীব্র ভর্ৎসনা, কখনো বা কৌতুকের হাসিতে, পরিহাসে, রসিকতায়। তাকেই দেখা যাচ্ছে, ব্যঙ্গ সাহিত্য কালের ফসল। বিশেষ মাটির গুণে বিশেষ কালের আর্দ্রতায় এই শস্যের সৃষ্টি। সাহিত্যের সৃষ্টিশীল শাখায় তার পংক্তি পড়ে না। ব্যঙ্গ যুগের প্রয়োজন মেটাতে আসে, যুগজীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয় — এই অভিযোগ।

কিন্তু একথা সর্বসময়েই সত্য নয়। কালের প্রয়োজন মিটে গেলেও তা চিরদিনের হয়ে থাকে, যদি তাতে থাকে সাহিত্যিক উৎকর্ষ। নির্মিতির কলা-কৌশল ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব। এ কথা ব্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়েও আলোচনা করা গেছে। প্রাচীন যুগের অসংখ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলি স্থায়ী হয়নি। অধিকাংশ Beast Epic গুলি, গ্রীকদের Early Comedyগুলি, প্রাচীন রোমানদের বহু রচনা, ফরাসী ভ্রাম্যমাণ গায়কদের অনেক গান হারিয়ে গেছে। কিন্তু Aesop-এর অনেক গল্পেরই ব্যঙ্গ ধর্মিতা আজো-সত্ত্বেও বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে, ব্যঙ্গ সুরটুকু হারায়নি। প্রাচীন ইংলণ্ডের Langland এঁকেছিলেন অসৎ সমাজের প্রতিচ্ছবি, বিকৃত ধর্মীয় অনাচার ও যুগের পাপবিকারের প্রতি আক্রমণ তিনি অনুতোষিয় হয়েও আজকের যুগে অনেকসময়েই তাঁকে মনে করার প্রয়োজন হয়না। অথচ Chaucer কে আমরা মনে রেখেছি। প্রাচীন লণ্ডনের Tabard Inn --- কে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় তীর্থযাত্রীদের চরিত্রমিছিলের চিত্র তিনি এঁকেছেন তাঁর ক্যান্টারবেরীর গল্পে — অক্সফোর্ডের পণ্ডিত থেকে মদ্যপ মিলওয়ালা পর্যন্ত — তাঁদের প্রত্যেকেই স্বভাব-আচরণ ও চরিত্রাবেগ নিয়ে ব্যঙ্গ-সমালোচনার

পাত্র । অথচ তারা হারিয়ে যায় নি । তার কারণ চসারের মানব-স্বভাবের রূপকার ।[35] Cervantees - এর Don Quixote- এও তাই । তার আচরণের হাস্যোদ্দীপকতা এমন সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে রচনাটি সর্বকালের পাঠক উপভোগ করে ।[36] ফরাসী নাট্যকার Moliere এমনি একজন মানবচরিত্রের রূপকার । মানুষের ভণ্ডামি, মূর্খতা ও শঠতার মুখোশ তিনি নিপুণ লেখনীতে খুলে দিয়েছেন । Restoration -যুগের অনেক লেখকই ব্যঙ্গের চর্চা করেছেন, কিন্তু তাঁদের অনেককেই আজ কেউ মনেও রাখেন না । Butler কে লোকে অতটা মনে রাখেনি, Swift- ও প্রতিষ্ঠা পেতেন কিনা সন্দেহ, যদি তিনি গালিভারস ট্রাভেলস্‌-এর মত সুন্দর রূপনিবিড় কাহিনীতে ব্যঙ্গ-আবেদন না রাখতেন । Swift এর অন্যান্য রচনা সাহিত্য-ইতিহাসের চিন্তাশীল পাঠককে যুক্ত করতে হয়, কিন্তু সে অন্য কারণে । ইংরাজ কবি Pope - এর The Rape ofthe Lock ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য । সামাজিকদের দুর্বলতাকে তৎকালীন নগর-জীবনের অর্থহীন অতিবিলাসিতা তাঁর রচনার ব্যঙ্গবাণ । কিন্তু শিল্পকর্মেও যুগের ব্যক্তিদের গুণ গ্রাহ্য হয়েছিল, আধুনিককালে - "Pretty Poem" বলে তিনি তাদের আর্টের প্রকার সেরে দিয়েছেন । Addison ও Steel ও সামাজিকদের সমাজজীবনকে নিয়ে সামাজিক প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু শুধু জীবনানুভূতিতে তদানীন্তন যুগ পেরিয়ে অতিদূর আমাদের ও যুগ বাসের আমাদের জন্য এখন পৌঁছে পারে । তার্কিক সব আবেদন এ কালের বুদ্ধিজীবী মানুষদের হৃদয়ে নয়, তবু তাঁর শিল্পকলারূপের জন্যেই তিনি চিরকাল পঠিত হবেন ।

এমনি অনেক উদাহরণ বাংলা থেকেও দেওয়া যেতে পারে । বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ-প্রতিভাদের ঠাকুর যুগজীবনের এমন কোন দিক নেই, যার প্রতি না বর্ষিত হয়েছে । কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে পক্ষপাতিত্ব নেই, যার প্রতি না বর্ষিত হয়েছে । কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে পক্ষপাতিত্ব নেই, জ্বালা-বিদ্বেষ নেই । মার্জিত রুচি, প্রসন্ন হাস্য পরিহাস তাতে দেখি । কিন্তু তৎপূর্ববর্তী প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যঙ্গ অনেকাংশে সমকালীন কলকাতার বাঙালী সমাজ ও কলকাতার সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার যে চিত্র অঙ্কন করেছে, তা সেইখানেই থেমে আছে । হুতোম প্যাঁচার নকশায় যে যুগ ফুটেছিল , এখন সেই প্রচণ্ড বিদ্রূপ ব্যঙ্গের মালাতে আর সাহিত্য ছিদ্রের পাঠক-মন

৩৫। বিখ্যাত সমালোচক Blake বলেছেন, The Characters of Chaucer's pilgrims are the characters which compose all ages and all characters."

36. The author must seize and fix the Universal and eternal truth which lies at the roots of human conduct . This Moliere achieved."

F.C. Green : Introduction to Moliers Comedies (Everyman's Library.)

কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে সমাজের কলুষ ও গ্লানির দিকগুলির প্রতি যে ব্যঙ্গ-কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল , একালে সেই প্রচণ্ড বিদ্রূপ ব্যঙ্গের কশাঘাত আর সাহিত্য হিসেবে পাঠক মনকে তেমনি আকর্ষণ করে না । সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও গবেষণাকার ছাড়া তাদের খোঁজ বড় হয় না । কোন প্রচলিত **প্রথা** কাল বা বিশেষ যুগকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও লিখতে হয়েছিল । আর্যধর্ম ও আর্যামির সেই তত উন্মত্ততার যুগে ধর্মীয় দুর্বলতাকে আক্রমণ করে তিনি যে তীব্রতাধর্মী স্যাটায়ারগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু । কিন্তু অসাধারণ শিল্পচাতুর্যে রূপমাধুর্যে তাঁর তোতাকাহিনী, জুতা আবিষ্কার বা হিং টিং ছট জাতীয় কবিতাগুলি লাভ করেছে চিরকালের আসন । অচলায়তনও তাই । সেকালের কবিতাতেও ঈশ্বরীয় সমাজের মানুষদের রীতি নীতি ও আচার আচরণের প্রতি নিখুঁত কৌতুক বর্ষিত হয়েছে । একটি বিশেষ যুগের শিক্ষাব্যবস্থার গলদকে আক্রমণ তোতাকাহিনীতে —কিন্তু আবেদন ভুলে যেতেই বলেছেন, আঘাত ও সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে সচেতনভাবেই তিনি যা লিখেছিলেন । যুগজীবনের ইতিহাস গড়তে মাত্র তাদের দরকার হয় আজ । রস-সম্ভারের ধর্ম তিনি সেগুলিতে লোপ করতে পারেন নি । এ ফলে সেকালের আঙিনা উদ্ভাসিত করেই সে সৃষ্টিগুলি হয়েছে বিলীন । ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির কথা মনে হয় । একটি সহৃদয় মানুষ ও তার মন প্রচ্ছন্ন রসিকতাবোধ ও শিল্পগুণের অসাধারণত্ব নিয়ে একালের পাঠকদের কাছেও সমান আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন । সমাজ জীবনের অনেক ওপর থেকে তিনি হাস্যরসের নির্মল কিরণ বিছিয়ে দিয়েছেন সেকালের মানুষগুলির জীবনে । তার মনে কারুর প্রতি অসূয়া ছিল না । কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তামালা , ডমরুচরিত প্রভৃতি সবগুলি গল্পেই মানুষের ভণ্ডামি স্বার্থপরতা, হাস্যকর পাশাপাশি আঁকা হয়েছে । কারো ভঙ্গিটুকুতে আছে একটি বৈঠকী মেজাজ, অনুরাগে আছেন শিল্পী তাঁর সহানুভূতিশীল মন নিয়ে । পরশুরামের গল্পগুলিতে যে প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও অসাধারণ কল্পনার আধারে ব্যঙ্গ-পরিবেশন করা হয়েছে, সেগুলিই প্রমাণ করে দেয় যে ব্যঙ্গ-সাহিত্যও চিরকালের হতে পারে । গণ্ডেরিরাম বলেছিল , সে পাপ হামার কেন হোবে । দেবতা ও করে কাসেম আলি, হামি রহি কলকাত্তা ঘই বসে হাজুরান কম, হামি না আঁখসে দেখি না নাকসে সুঁখি — হনুমানজিকি কিরিয়া । হাম ঠিক মহাজন আছি, রূপেয়া দেকে খালাস । এতে আছে ভেজালকারীদের প্রতি চিরকালের খোঁচা । হাস্যরসাত্মক চরিত্র, হাস্য-জনক ঘটনা এবং সংলাপের সাহায্যে তিনি যাঁদের এঁকেছেন — তারা সকলেই সমালোচনার পাত্র, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের চরিত্র । বিরিঞ্চিবাবা , ব্রহ্মচারী, তারিণী কবিরাজ, গণেশ রায়, নেপাল ডাক্তার, বিষোরবাবা — প্রতিটিতেই অনাবৃতভাবে বিদ্রূপ, কিন্তু হাস্যরসের গোলাপজল সিঞ্চনে সংকীর্ণতা উত্তীর্ণ হয়ে আছে । প্রমথনাথ বিশী বুদ্ধিবৃত্তি বিন্যাস ও অসাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে তীক্ষ্ণ শাণিত বাক্য বর্ষণে সমাজের নিষ্প্রাণ চিত্তকে আহত ও রক্তাক্ত করেছেন । কিন্তু

যুক্তি, তর্ক হাস্য পরিহাসে ও কৌতুকে তা শিল্পময় হয়ে চিরকালের রস-শিল্প হয়েছে। চাতুর্যময় কাহিনীগ্রন্থন ও ঘটনাসন্নিবেশের চমৎকারিতাই তার মূলে ।

বিস্তৃত আলোচনায় দেখা গেল ব্যঙ্গ ও শ্লেষময় শিল্পময় হয় । সমকালের হয়েও চিরকালের হবার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে ব্যঙ্গকারের চাই সহানুভূতিশীল মন । আঘাতের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে তিক্ত কঠোর আক্রমণে নয়, তীক্ষ্ণ মর্মান্তিক জ্বালাময় আক্রমণ নয়, প্রয়োজন সহানুভূতিময়তার । নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে করুণার প্রয়োজন । তিনি তাঁর প্রিয় মানুষদের আঘাত যতখানি করবেন, নিজের মনে মনে আহত হবেন তার চাইতে অনেক বেশী । দ্বিতীয়ত, হাস্যরসিকতা করবার ক্ষমতা চাই । শ্রেষ্ঠ শ্লেষশিল্পীর – ব্যঙ্গকারের এই আদর্শ । হাস্যরসের আলোকে তিনি জগৎ ও জীবনের অসংগতি ফুটিয়ে তোলেন । রচনার রমণীয়তা যেমন তাতে বৃদ্ধি পায়, তেমনি হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গকার বন্ধুর মত বিষয়ের গভীরতায় চলে যান । জীবনের কৃত্রিমতার মুখোশ খুলে কপটতার চিত্র উদ্ঘাটন করে, অহমিকার মূঢ়তা, চরিত্র ও আচরণের হাস্যকরতা দেখিয়ে তিনি আমাদের বন্ধুর মত সচেতন করে দেন কৌতুকময় সরস পরিবেশনে । তৃতীয়ত, হাস্যরসিকতার জন্য চাই শৃঙ্খলা ও পরিমিতি সম্পর্কে জ্ঞান । এই উপলব্ধি থেকেই Wit কথাটির সৃষ্টি । Dryden-এর ভাষায় Wit হচ্ছে "Deep thoughts in Common language". Humour-এর সঙ্গে Wit এর সংযোগ — অর্থাৎ করুণ হাস্যরসের সঙ্গে চাই সুনিপুণ মননশীলতা । চিরকালীন আবেদন-সৃষ্টির জন্য ব্যঙ্গকারের এই গুণটুকু দরকার । চতুর্থত, ব্যঙ্গকারকে এমন কিছু বিষয় নির্বাচন করতে হয় সমালোচনার প্রয়োজনে — যার চিরকালীন গুরুত্ব আছে । অনেক সমস্যা সমাজের খণ্ডকালের আসরে দেখা দেয় । যত উগ্রতা নিয়েই তারা দেখা দিক না কেন ইতিহাসের অঙ্গুলি সঞ্চালনে তা একদিন স্তব্ধ হতে বাধ্য । কিন্তু মানবচরিত্র ত পাল্টাবার নয় ।

সংসার পাল্টায়, সমাজ পাল্টায়, মানুষের চালচলন রীতি নীতিগুলি পাল্টায়, কিন্তু মানবস্বভাবের প্রবৃত্তিগুলি পাল্টায় না । রাজনৈতিক জীবনে ঝড় বিপর্যয় উত্থান-পতন আছে। সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতি বা প্রথার আনুগত্য পরবর্তীকালে শিথিল হতেও পারে — কিন্তু মানবচরিত্র ও প্রকৃতি তার দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা নিয়ে সমালোচনার সৃষ্টি করবেই করবে । এই permanent tendencies in human nature যাঁর রচনা আশ্রয় করে তিনি ব্যঙ্গকার হ'য়েও রসশিল্পের স্রষ্টা । মানুষের ক্ষুদ্রতা নির্বুদ্ধিতা — একথায় মানুষকে আবিষ্কার করাই তার কাজ । ~~যুগোপযোগিতাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে পাঠকের হয়ত … পড়তে হতে পারে, কিন্তু মানস আস্বাদনের জন্যে আমরা এখনও পড়ি … হে~~। বাংলা সাহিত্যের যোগেন্দ্র

চন্দ্র বসু এককালে বিদ্যাসাগরের প্রবল কথা আন্দোলিত করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অবশ্য উগ্র আক্রমণ চালিয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, একালে তিনি সাহিত্য ইতিহাসের এক সংকীর্ণ প্রায়ান্ধকার কোঠায় নির্বাসিত হয়ে আছেন। কিন্তু দৈনন্দিনকে বাঙালী ভোলেনি। সুতরাং, সাহিত্যিক সিদ্ধির স্পর্শ চাই। তাতে সমকালের কথাকে এমন পালিশ ও ঔজ্জ্বল্যযুক্ত করে তোলা হয়, যা শিল্পকলা-হিসেবে অনবদ্য হয়ে ওঠে। এর অভাবে ব্যঙ্গ রচনা ও কুরুচিপূর্ণ বিদ্রূপ-রসিকতা হয়, বাস্তব সাহিত্য হয়ে ওঠে না। চিরকালের দাবী মেটাবার কথা ত দূরের কথা। বিখ্যাত Mr. Garnett পরিহাসের প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা এখানে মনে হয় — "Without literary form it is clownish teasing." সাময়িককালের ঘটনা হয়ত সেখানে থাকে, কিন্তু শিল্পকলায়ণে তা সংকীর্ণকে অতিক্রম করে যায়। সমাদৃতির সত্তায় সুর মিলিয়েছেন কবি Dryden কিন্তু বক্তব্য রাখেন স্পষ্ট, অনুশীলিত ও সমসৌন্দর্যে উজ্জ্বল। Pope-এর The Rape of the Lock ও একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত — কিন্তু অসাধারণ শিল্পকর্ম। শুধুমাত্র শিল্পকর্মের অভাবেও ঈশ্বরগুপ্তের অনেক রচনা স্থায়ী হতে পারে নি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইলবার্ট বিল, মিউনিসিপ্যাল বিল প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতাগুলির প্রয়োজন তৎকালের দিনের সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে গেছে। শিল্পের ভিতরে কত দুঃখ করেছেন তা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিপিকায়। ঘোড়া, কর্তার ভূত প্রভৃতি রচনা। কেতাহাকাহিনীর কথা ত [illegible] আগেই বলেছি।

এবারে ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই চিরন্তনতার বৈশিষ্ট্যগুলি আছে কিনা বিচার করে দেখব। প্রথমত দেখা যাচ্ছে, ভারতচন্দ্রের রচনায় তাঁর যুগের মানুষগুলি তাদের হাবভাব আচার আচরণ রীতি-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খতা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়ম্বরসর্বস্ব রাজা অথচ বুদ্ধিহীন, নির্বোধ আমলা-কর্মচারী, কর্তব্যহীন স্বামী, পণ্ডিত মূর্খ নানা সভাসদ, নীতিজ্ঞানহীন যুবক রাজপুত্র, লোভী ও দুর্মদরায়ণা দাসী, হাপুড় ভাঁড়ু,২ দাস-বান্দর মত অপদার্থ সৈনিক, ঘরজ্বালানী, ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রীর স্বামী নিয়ে কলহ — ইত্যাদি নানা চিত্র এনেছে আমাদের সামনে।

নানা অসংগতি, হলাহলা, ধাক্কাধাক্কি, লাঞ্ছনা, বিকার-বিকৃতি, ভণ্ডামি, হাসিঠাট্টা এগুলি আত্মস্থ করে এনেছে এমন কতগুলি চিত্র — যা কখনও কোন যুগ-বিবর্তনের মধ্যে হারিয়ে যায় না, যুগের হয়েও যুগাতিক্রান্তের হয়। ভারতচন্দ্রের হাস্য

27. The freshness and unaging force of the satire reside in its universal appeal for it attacks that inexpugnable power of stupidity, enthroned in every age, against which the Gods themselves strive in vain." Cambridge His of Eng. 115, Vol. IX (From Steele and to Pope and Smith).

কোটালের চোর অনুসন্ধানের চিত্রটি দেখা যায়। রাজার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে প্রাচীন যুগ থেকেই নানা গল্প আমাদের গাথায়-উপকথায় আছে। টুনটুনির গল্পের সেই রাজা শত চেষ্টা করেও ছোট্ট টুনটুনি পাখিটিকে ধরতে পারেনি, বরং নাজেহাল হয়ে হয়ে রাজকর্মচারীরা নিজেদের অপদার্থতাই প্রমাণ করেছে। রাজা হবুচন্দ্র ও মন্ত্রী গবুচন্দ্রের নির্বুদ্ধিতাও ত আমরা দেখেছি। এখানেও ঠিক সেই অবস্থা দেখছি। রাজা ও রাজ্যের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার শূন্যগর্ভ অপদার্থতা প্রবল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। উৎকোচ ও শাসন পদ্ধতির মধ্যে এ কালের রাষ্ট্রশাসনেও নানা গলদ ও এমনি অসঙ্গতি বিদ্যমান ঃ

পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধূম কাঁপিল নগর॥
উদাসীন ~~ব্যাপারী~~ বেপারী বিদেশী যারে পায়।
লুটে লয়ে কড়ি দিয়া ~~ঘাটিকে~~ ফাটকে খেদায়॥

অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে দেব-চরিত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে অলৌকিক নানারূপ মানব চরিত্রেরই নতুন রূপায়ণ। শিব-পার্বতীর কাহিনীতে বৃদ্ধপতি ও তরুণী স্ত্রীর জীবনযাত্রায় দাম্পত্যকলহের চিত্রটিও বাঙলাসাহিত্যে চিরকালীন রস-পুষ্ট। ব্যক্তিচরিত্রের স্থায়ী উপাদান গুলিকে নিয়ে যেমন বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ এখানে দেখতে পেয়েছি, তেমনি দেখতে পেয়েছি মানব স্বভাবের অনুযায়ী সভায় গুণী বিদ্বজ্জনের চিত্র। রাজদরবারের কতকগুলি জীবিকা সর্বস্ব মানুষ তাদের পাশাপাশি, ব্যক্তিত্ব, অসম্পূর্ণতা নিয়ে যুগজীবনের গণ্ডী অতিক্রম করেছে। রাজদরবারের কবি চরিত্রের প্রতি তাঁর স্ত্রীর উক্তিতে অল্পকটি কথায় নিত্যকালীন করুণ মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। কবিগণ সাধারণত বিষয়ের কারবারী নন। দৈবপ্রেরিত জ্ঞানবুদ্ধির অভাবে দারিদ্র্য তাঁদের নিত্যসহচর। তাই যুগে-যুগে তাদের জীবনে দুঃখ ও অভাব। ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনেও তাই ছিল। নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারা নাকি বাঙ্গালীর এক প্রশংসনীয় গুণ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঈশ্বরী কবির স্ত্রীর আক্ষেপে এই সকলীয় দুঃখের পরিচয় ফুটেছে ঃ

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হলে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি নারে॥

কামনাদেবের সাদেন কত কাব্য অলঙ্কার ।
কত মতে কত রূপে বর্ণিয়াছি পরিহার তার ॥
নাঁধা কোনো রাখা নাড়ি মা পরিনু কভু ।
সেকাল কাদবার ভুলে বিহারের প্রভু ॥

রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার কবিতাটিতে কবিপত্নীদের কবির উদ্দেশ্যে এমন সুন্দর বলতে শুনেছি ঃ

রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো,
রচিতেছ বসি পুঁথি বড়োবড়ো ,
মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো
তার খোঁজ রাখ কি ।
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব —
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম ;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব ,
না মিলে শস্যকণা ।

ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনেও বেদনার উপাদান ছিল । অসাধারণ প্রতিভাবান কবিকে সারস্বত সাধনার অভিশাপেই শুধু জীবিকার জন্য ছুটোছুটি করতে হয়েছে রাজ-কারাগারে থাকতে হয়েছে, এবং অবশেষে রাজা ও রাজসভার চাটুরি করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে । যুগেযুগেই এই করুণ চেহারা । অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে অবহেলিত কবিপত্নীর কণ্ঠের এই আক্ষেপটুকু চিরকালীন মানুষের অম্লান হয়ে আছে । এ যদি একটি ভাবের বিদ্যুৎ ঝলকে তীক্ষ্ণাবেগ অন্যরকম সুরে আমরা শুনেছি এ যুগের নাট্যকার Bernard Shaw এর ঃ " The true artist will let his wife starve, his children go barefoot, his mother drudge for his living at seventy , sooner then work at anything but his art." 38.

শক্তিমান রায় গুণাকরের প্রাণময় ক্ষুব্ধ-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-পরিহাসের আড়ালে অনেক সময় দুঃখের সাথে অশ্রুমুখী উঠেন । সেই গভীর অন্তর্চারী সত্তা, জীবনের পুঞ্জীভূত মহাভারতের মহাযুদ্ধের নায়ক ভীষ্মের মত তিনিও যে শরশয্যায় একাকী শায়িত — নানা অভিজ্ঞতার

---

38. Man and Superman (Ib) Bernard Shaw.

হাঁটাগুলিই তার পর। অন্তরের গভীরে সব তাঁর মানুষের জন্য যুগে যুগে সঞ্চিত ভালোবাসা। মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও কারুণ্যে তাঁর চোখের পাতা আগলে ভিজে আছে। কিন্তু তাদের ভালোবাসেন বলেই তিনি নির্মম। তাঁর রচনায় মানুষের জন্য স্নেহ-করুণা নেই, অথচ শুধু আঘাত করার প্রবণতা, সমকালের মানুষ হয়ত তাঁকে ভয় করতেও না পারে, কিন্তু চিরকালের মানুষ তাঁর প্রতি কোনো আত্মীয়তাই অনুভব করে না। ব্যাধিমুক্তির জন্য আমরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই, প্রয়োজনে না-হলেও তাঁর দেওয়া তিক্ত ঔষধ গলাধঃকরণ করি, তাঁকে কাটা-ছেঁড়া করতেও দিই। কিন্তু সুস্থ মানুষ তাঁকে এড়িয়েই চলতে চায়। সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য বা নিজেদের জন্য ডাক্তারকে হয়ত আমরা মূল্য দিই বর্তমান কালে, হয়ত বা তাঁর ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করি বলেই। তবু এই ডাক্তারদের মধ্যে কেউ কেউ বা অল্পকালের এলাকা পেরিয়ে চিরকালের খ্যাতিনামা ফুলের বাগান আলো করে বসেন। ভারতচন্দ্র এমনি লেখক। আমাদের জন্য আমাদের উদ্দেশ্যে ভিত্তিতে তিনি কাউকেই আঘাত করেন নি। কোনো দলে তিনি ছিলেন না, কোনো পক্ষপাত তাঁর ছিলনা, কারুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তাঁর মনের মধ্যে ছিল না। ব্যক্তি-জীবনের দুঃখকে তিনি তাঁর অন্তরের পরমাগারে ঢেকে দিয়েছিলেন। নিজের তাঁর কোনো শিশু ছিল না — কোথাও কোনো একটি চরণেও তা প্রতিপাদনের চেষ্টা দেখা যায়নি। রাগ করে তিনি গালি দেন নি, কেবল অসঙ্গতিগুলির দিকে বর্ণনাচ্ছলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। দেব-দেবতাদের নিয়ে, ধর্মসম্প্রদায়ের নিরর্থক আচার-প্রথা নিয়ে — এমনকি বিকৃত রাণীর ইঙ্গিতে নিজের মর্মে নিয়েও বলতে তিনি ছাড়েন নি : খাইয়া প্রসাদীভাত মাথায় মুছিব হাত

না দিব পাইব দুঃখ।

অথচ তাঁর পরবর্তীযুগের অনুরাগীরা কী ভয়ংকর রক্ষণশীলতা। কী প্রচণ্ড বিদ্বেষই না তাঁর অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি। যাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমের কোনো-না কোনো রচনাতেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্বেষ ভাষা আমরা দেখতে পাই। মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে কিছু মুসলমান বিদ্রূপ এইখানে স্মরণ করতে বলি। ভারতচন্দ্রের মন ছিল আশ্চর্য যুক্তিবাদী ও উদার। দৃষ্টি ছিল নির্মোহ। সেই যুগের মুসলমানদের যুগে রাষ্ট্রশক্তির পালাবদলের যুগে কোনো পক্ষের তিনি শিকার হন নি। এমন কি যে রাজসভা ও রাজা তাঁর প্রতিপালক — তাঁর প্রতিও কবির কোনও মাত্রাজ্ঞানহীন আবেগপূর্ণতা নেই। বিরুদ্ধবাদী কেউ নেই, যাঁদের প্রতি আক্রমণ পরিকল্পিত তাঁরাও বুদ্ধিতে ভারতচন্দ্রের কাছে খাটো।

ভারতচন্দ্রের সর্বত্রই শাসন ও সংযম। প্রতিটি উক্তি পরিশীলিত ও আঙ্গিক শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রকৃত বাস্তবাদের মতই তিনি বিবেচনাবোধ ও প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলি অতিবিস্তারের [illegible] এসেছে গল্পচ্ছলে। কাহিনী উপস্থাপনে কষ্টকল্পনা নেই। কারুকর্মের ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। নানা ছন্দের সুচতুর প্রয়োগে তিনি বর্ণনাকে রসাল করেছেন, বক্তব্যকে ব্যঞ্জনাময় করেছেন। ভাষা ব্যাপারে তিনি যে কত কুশলী তা আমরা আগেই দেখেছি। রাজা ও রাজপুত্রীর [illegible] চিত্রনের জন্য শব্দালঙ্কার, যমক-অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন বেশি করে। আবার, [illegible] সচেতন প্রয়োগে, স্থান-বিশেষে দেশীয় ও গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগে, কখনো বা হিন্দী-ফারসী বাংলা মিশিয়ে আশ্চর্য রসসৃষ্টি করেছেন।

সূক্ষ্ম হাস্য-পরিহাসের ক্ষমতা, বাক্-নিপুণতা, অদ্ভুত মননশীলতা এগুলির গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটেছে ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে। আগেই দেখা গেছে একাধারে প্রসন্ন কৌতুক হাস্যরস অন্যদিকে অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য — এই দুয়ের মিলনের ফলে তিনি বাংলা-সাহিত্যের প্রায় অপরাজেয় শিল্পী হয়ে উঠেছেন। আগেই বলেছি উদ্দেশ্যসিদ্ধির কৌশল হিসাবেই এই হাস্যরসের সৃষ্টি। Humour এর হাস্যরসের সূচনা সাধারণতঃ হয় পারিপার্শ্বিকের নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও অসঙ্গতির আবিষ্কারে বা কোন ব্যক্তির অসঙ্গতি-[illegible] উদ্ঘাটনে, কিন্তু সেই হাসির পশ্চাতে থাকা চাই সহানুভূতির কারুণ্য। কৌশলের জন্য ব্যঙ্গকার এই [illegible] ব্যবহার করেন। ভারতচন্দ্রও তাই করেছেন। হাসির এই শিখণ্ডীকে আড়াল করে তিনি বাণ মেরেছেন। কিন্তু আদিরস হাস্যরসের আবেদন শুধু হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এক উজ্জ্বল[39] বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিকোণ থেকে Wit জীবনকে বিচার করে। [illegible] করতে পারে। Wit যেন এক উজ্জ্বল আলো। মুহূর্তকালের একটি [illegible] বিদ্যুতালোকের মত চারদিক উদ্ভাসিত করে তোলে। তখন আমরা চমকিত হই, এবং সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সত্যকেও [illegible] করি। প্রাচীন রোমান ব্যঙ্গকার Horace-এর কথা মনে আসে। [illegible] সে-যুগের রোমের মানুষেরা যে তাদের সম্পদস্ফীত জীবনের দুর্বলতা ও অসঙ্গতিগুলি দেখতে পায় নি — তাই তাদের লক্ষ্য করে তিনি যখন বলেছিলেন, Why do you laugh at Tantalus, from whose thiirsty lips the water always moves away ? Change the name, and the story is with you *--------- তখনই ভাবতে হয়

---

39. ... wit, a narrower term included within humour, and meaning the expression of humour in some from involving an unexpected play on [illegible]
Encyclopaedia Britanica, P-

আশ্চর্য বুদ্ধির ঝিলিকে অসাড় স্নায়ুতে তরঙ্গ খেলে। এমনি লঘু পরিহাসের সঙ্গে মননশীলতা ভারতচন্দ্র-এ অনেক দেখা গেছে। এর ব্যবহার - বাংলায় যাকে বিদ্রোপীভান বলে — তা-ও এই আশ্চর্য বুদ্ধিচাতুর্যেরই সৃষ্টি। এই মননশীলতার খেলা। তির্যক সংক্ষিপ্ত অর্থব্যঞ্জনার ইঙ্গিতে এটি ভরপুর থাকে। ব্যঙ্গ লেখকের মূল উদ্দেশ্য যে হেতু লক্ষ্যবিদ্ধ করা, তাই তার কাজ হাল্কা সূক্ষ্মাগ্র শানকের তীরের মত উড়ে গিয়ে অন্তর্দুর্বলতার স্থানে লেগেই বসা। আক্রমণের পাত্রকে আদৌ জানতেও না-দেওয়া। এই সব ক্ষেত্রে Epigram খুবই কার্যকরী। Paradox বা আপাত-অসামঞ্জস্যের ঝিলিক দেখে কাউকে সচেতন করে তোলার সুযোগিতা সাধারণত এর পিছনে থাকে। Paradox - ~~Voltaire~~ কেও তাই Epigram এর পর্যায়ে ফেলে বিচার করা হয়। Voltaire যখন বলেন, "Speach was given to conceal his thoughts", অথবা Dryden যখন বলেন, "Beware the fury ofa Patientman তখন দেখাবেন Epigram কে আশ্রয় করে ব্যঙ্গ চাতুরীও ধরা পড়ে। ভারতচন্দ্রে এমনি বহু Epigram এর দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছি। যথা ঃ ।ক। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ।খ। কে কহে বিদুর মিছা যে কহে বিদুর। ইত্যাদি।

আতিশয্য বর্ণনাও Wit এর মধ্যে পড়ে। আগেই বলেছি ব্যঙ্গের একটি সুপরিচিত কৌশল এটি। সে-যুগ্যারিকে অতিশয়োক্তি (Hyperbole) অলংকার ব্যঙ্গকাররা ব্যবহার করে থাকেন। প্রাচীন যুগের রোমান ব্যঙ্গকার Juvenal ~~সে-যুগের~~ সে-যুগের স্ত্রীদের স্বামীভক্তির চিত্র আঁকতে গিয়ে কেমন অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন ঃ

> The read the example of a pious wife,
> Redeaming, with her own, her husbands life.
> Yet, if the law did that exchange afford,
> Would save their lap-dog sooner than their lord.

Absalom and Achitophel . . এর দ্বিতীয় পর্বে "Og" এর বর্ণনায় Dryden কী সুন্দর অতিশয়োক্তি বর্ণনারই না সাহায্য নিয়েছেন ঃ

> Round as a globe, and liquor'd ev'ry clink,
> Goodly and great he sails behind his link.

এমন অতিশয়োক্তি বর্ণনা ভারতচন্দ্রেও প্রচুর দেখি। ব্যঙ্গচাতুর্যের প্রকাশই সেখানে উদ্ভাসিত। বাঙালীর গতানুগতিক ভক্তিবাদকে আঘাত করতে তিনি এই অস্ত্র ব্যবহার করেছেন খুব। নারদ, অন্নপূর্ণা , শিব, ব্যাস — সব চরিত্রগুলিকেই তিনি অতিরঞ্জিত করে তুলেছেন।

শিবের ভিক্ষায় বহির্গমনের চিত্রটি দেখা যাক ঃ

দূরে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া বাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥

শিব-বিবাহের কালে দুর্গতির চিত্র ঃ

বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙটা।
নিবাই প্রদীপ কেহ টানিয়া ঘোমটা॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই॥

* * * *

দশনে রসনা কাটি গুড়িগুড়ি যায় ।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যাজি লাজ ভয় ।
হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয় ॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে ।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥

নারদের চিত্র ঃ

কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি ।
আঁকশলী দোয়ারা মোনা পড়ে ঠেকাঠেকি ॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায় ।
কোন্দলের বস্তী লয়ে কন্দলে জড়ায় ॥
সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি হাতে বীণাযন্ত্র ।
দাড়ি নড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥

বাঙালীর ঘরের দরিদ্র দম্পতির ঘরকন্না কলহ ও কলহ-কোন্দলের বিচিত্র জীবন্ত বর্ণনা দেখি ভারতচন্দ্রে । দেখি তখনকার দিনের নারী-সমাজের দুর্বলতা অসাধুতা অসম্পূর্ণতার চিত্র । পতিনিন্দায় তাদের শাণিতরসনা কেমন ঝলসিত হয়ে উঠত । পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণে কামনা-পংকিল অন্তঃপুরচারিণীর বিলাসিনীবৃত্তির পরিচয় দেখি আদিরস ও অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ঃ

এহি মনোহর   পরম সুন্দর
      নাগর বকুলমূলে ।
মোহনিয়া ছাঁদে   চাঁদ পড়ে ফাঁদে
      রতি রতি পতি ভুলে ।
দেখিয়া সুন্দর   রূপ মনোহর
      মদনে জরজর যত রমণী ।
কবরী ভূষণ   কাঁচুলি কষণ
      কটির বসন খসে অমনি ।
চলিতে না পারে   দেখাইয়া তারে
      এ বড় উহাদের দেখন নাই ।

মদনতুলায়   মরমগলায়
বকুলতলায় বসিয়া অই ।

আনন্দ মজুমদার-এর দুই স্ত্রী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী স্বামী বহুকাল পরে বিদেশ থেকে ফিরলে তাকে নিয়ে যে কলহ করেছেন, তার মূলের অসঙ্গতিটুকু চরম হাস্যকর ভাবে ফুটেছে । ভবানন্দ তার ঘরে আগে যাবেন এই নিয়ে কলহ শুধু নয়, তাঁকে নিয়ে যেখানে কাড়াকাড়ি চলেছে সেখানে অতিরঞ্জিত বর্ণনার সুযোগে তিনি সেইযুগের একাধিক বিবাহ নিয়ে পুরুষদের প্রতি মর্মান্তিক কৌতুকময় শ্লেষ সৃষ্টি করেছেন । বিদ্যা ও সুন্দরের কামকেলি হীরার চালচলন বর্ণনা, দাসুবাবুর খেদ, সর্বত্রই অতিশয়োক্তি , আতিশয্য বর্ণনা এগুলি সুপরিচিত কৌশল । ব্যঙ্গকারেরা শ্লেষ-ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে আরও বেশি করে ব্যবহার করেন । আসলে কি মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য নিহিত । তাই দেখতে পাই সে যখন কাউকে প্রশংসা করতে চায়, তখন তাকে অতিরঞ্জনের সাহায্যে চিত্রিত করে তোলে । আবার যখন কোন বস্তু বা বিষয়কে সে অপছন্দ করে তখন তাকে ছোট করে দেখায়, হালকা করে তোলে । এটি Wit- এর অন্তর্ভুক্ত ।

আবার, মনে রাখতে হবে, এক উজ্জ্বল সুক্ষ্মতীক্ষ্ন দৃষ্টি কোণ থেকে জীবনকে বিচার করে । নির্মম সত্যের চাবুকের ঘায়ে সত্যকে উদ্ঘাটিত করে । জীবনের মৌলিক অসঙ্গতিগুলি ফোটাতে বুদ্ধির দীপ্তি ও বাকচাতুরীর কৌশল হিসেবে আকস্মিকতার আঘাতে অপ্রত্যাশিত সত্যের চমকে বিস্মিত করে । যা আমরা ভাবিনি, চিন্তা করতেও পারিনা — এমনি এক অসাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে আকস্মিকতার সঙ্গে বলে   আমাদের বিভ্রান্ত করে দেয় । বস্তু বা বিষয়ের এমন একটি নতুনত্বের চমক৪০ প্রকাশ করতে পারে যে চোখ ঝলসায় , মনেও হঠাৎ বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় ।

৪০। Wit may be described as spiritual lightening -- sparks of wit clear our mental atmosphere and reveal the disconcerting character of all that is stupid and heavy , inert or mechanical in men and manners. "-- Pramatha Choudhury : Rabindranath's Wit and Humour.
V.B. Quarterly, Tagore Birthday Number.

Wit- প্রসঙ্গে —

Three wit is nature to advantage dressed,
What oft was throught , but ne'er so well-expressed.

Pope . Essay on Criticism, Ib, 247-.

ভারতচন্দ্রের রচনায় এই জাতীয় Wit- এর প্রকাশ আমরা অনেক সময়ই দেখি ।

॥ ব্যঙ্গ ও নারী ॥

ব্যঙ্গসাহিত্যের চিরন্তন আবেদন প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে আসে । ব্যঙ্গ-সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় নারী চরিত্রের ব্যঙ্গ এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে । প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নারী তার কতকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব নিয়ে একই প্রকৃতিতে সমুজ্জ্বল । বিচার করে দেখলে দেখা যাবে সংসারও সমাজে নারী একটি বিশেষ স্থানে অধিকারিণী । সংসার বাঁধে পুরুষ নারীকেই কেন্দ্র করে । পুরুষচরিত্র আসলে প্রাণাবেগ সম্পন্ন এক দুরন্ত শক্তির নদী । নারী তার কঠিন পাড় । আপাতদৃষ্টে দুর্বল ও কমনীয় লাবণ্যের অধিকারী নারীর কাছে শক্তিমান হয়েও পুরুষ দুর্বল ও অসহায় । তার প্রকৃতিতে আছে দুর্দম দুরন্তচারিতা । সে দেশকালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থেকেও বিশাল প্রাণশক্তিতে যুদ্ধে যোগ দেয় , রাজ্য ভাঙে গড়ে , ইতিহাস পাল্টায় । কিন্তু অন্তরে সে নিঃসঙ্গ । অন্যদিকে নারী চরিত্রে যেমন আছে স্বভাবসুলভ লজ্জা , দয়া মায়া , স্নেহ-বাৎসল্য ও কারুণ্যময়তা , তেমনি তার স্বভাবের গভীরেও আছে এক চিরন্তন চঞ্চলতা-চপলতা । উগ্রতা , হিংস্রতা, অন্ধ জেদ পুরুষের চরিত্রে অনেক সময়ই নিয়ামক । কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ সরল ও আদিম স্বভাববিশিষ্ট , অকৃত্রিম ও অনাবৃত । সে ছলাকলা চাতুরী ইত্যাদির ধার ধারে না । এটি স্বভাবেরই বিশেষত্ব ।অকৃত্রিম ও অনাবৃত জিনিষে ব্যঙ্গকারের তেমন কোন চাহিদা নেই , তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথাও নেই । কাজেই ব্যঙ্গকারের শাণিত তীরের শিকার যুগে যুগে হয়েছে মেয়েরা অনেক বেশি পরিমাণে । এবং দেখা গেছে যে নারীচরিত্রের কৃত্রিমতা, ছলনা চাতুরী , চঞ্চলচিত্ততা, চপলতা ইত্যাদি ব্যঙ্গকারের ভ্রুকুটি-কটাক্ষে জর্জরিত হয়েছে যুগে-যুগে ।

ভারতচন্দ্র নারী চরিত্রগুলি এমনি ব্যঙ্গ-চাতুর্যের প্রমাণ রাখে সুন্দরভাবে । কিন্তু তা নিয়ে আলোচনার আগে চিরন্তনী নারী প্রকৃতি ও চরিত্রের হাস্যকর দিকগুলি নিয়ে কিভাবে ব্যঙ্গ অতীতে সৃষ্টি হয়েছে , তা সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে । খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে রোমের নারী চরিত্রে যে অসংযম দেখেছিলেন Juvenal তার অনেক চিত্রই এঁকেছেন । সেখানে দেখছি এমন একটি নারীর চিত্র যে পাঁচবছরে আটটি বিয়ে করেছিল । এ জাতীয় বিয়েতে প্রেমপ্রণয়ের কোন স্থানই থাকতে পারে না । এক ব্যভিচারিণী তাঁর স্বামীকে বলছে :

Did we not agree that we should both do as we like ?

স্বার্থপরায়ণা, কলহপ্রিয়া, অহংকারপ্রিয়, অমিতাচারিণী, দাম্ভিকা নানা নারী লেখাদের ভিড় করে এসেছে। এবং তিনি দেখিয়েছেন কোথাও প্রতিটি বিয়েই একটি বিচ্ছেদ। (Divorce) , তাই তাঁকে বলতে শুনেছি : Oh, may the god save us from a learned wife ." Chaucer's wife of Bath - ~~Shxxxxx~~ - এর সেই নারীটি বারবছর বয়সেই যে পাঁচটি বিয়ে করেছিল, তার কথাও মনে আসে। Pope - এর The Rape of the Lock -- ছদ্ম বীর কাব্যে সে-যুগের নারীর ছলাকলা চিত্র চিরকালেরই নারী চরিত্র হয়ে উঠে একালেরও আনন্দ দানের খোরাক হয়েছে। নগুন সুন্দরীর এই চিত্রটি কি শুধু সেকালের, না, একালেরও ?

Favour to one, to all she smile extends
Oft she rejects , but never once offends.

Don Juan - এ বায়রণকে বলতে শুনেছি : ~~Alasx!xthexlovexofxWomenxitxis~~

Alas !the love of Women ! it is known
To be a lovely and a fearful thing.

Epitaph intended for his wife কবিতায় Dryden নারীচরিত্র নিয়ে কী সুতীব্র ব্যঙ্গই না করেছেন একটি মনোদীপ্ত ইঙ্গিতে :

Here lies my wife; here let her lie !
Now she is at rest, and so am I.

ভারতচন্দ্রের লেখনীতেও এমনি নারীদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাস্য-পরিহাসের আর অন্ত নেই। নাগরীদের ছলাকলা, কামনা-বাসনা, চপলতা, বিলাস-ব্যসন, রাগ-রঙ্গ ইত্যাদির তিনি সার্থক চিত্রকর। বৈরিণী নারীদের সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা, পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ, স্বামীবিদের প্রতি অন্ধ আসক্তি —এগুলি শুধু সেকালেরই নয়, একালেরও। এরা জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাসি-কৌতুক, ঠাট-ঠমক, ইঙ্গিত-সংকেত ও ভাবভঙ্গিতে। একটি ছোট চিত্র। নারীর কলহপটুতার চিত্র দেখি অন্নদাচরিত্রে — একেবারে সার্থক বাস্তবরূপায়ণ। এয়োনারীগণের নির্লজ্জতা ও ভণ্ডামি, তাদের ঘর-কন্না, ঈর্ষা, কৌতূহল, আসক্তি এগুলি আশ্চর্য দক্ষতায় নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন ভারতচন্দ্র।

এমনি এক আশ্চর্য নারী চরিত্র ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী। হীরা নিম্নশ্রেণীয়া রমণী, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, চতুরা ও খল প্রকৃতির। একালের সমাজে হাটে বাজারেও এমনি অসাধু, ধূর্ত, রূপবতী নারী দেখতে পাওয়া যায়। হীরা কোন একটি বিশেষ যুগের

প্রতিনিধি নয়। সবযুগে সবদেশেই এমন নারী কিছু না কিছু দেখতে পাওয়া যায়। শব্দ-ব্যবহারের অদ্ভুত দক্ষতা আশ্রয় করে হীরা চরিত্র অংকনে ভারতচন্দ্রের এর অসাধারণ চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন।[৪১]

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপাণ পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
... ...
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

'অন্নদার এয়োজাত' অংশটিতে উৎসবের দিনে মেয়েদের যে-চিত্র তিনি ফুটিয়েছেন, তা চিরকালের বাঙালী ঘরের মেয়েদেরই বাণীময়চিত্র। ভারতচন্দ্রের যুগের অবসান ঘটেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী হয়েছে অনুর্হিত, তবু সেই ব্যঙ্গ-শর তার লক্ষ্য-সন্ধান থেকে একবিন্দুও বিচ্যুত হয়নি ঃ

বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিনী।
ঘন বাজে ঘুনুঘুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণী॥
কেহ ডাকে এস সই চল সেঙাতিনী।
ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী॥
বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপাবাড়ী॥

৪১। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ভাঁড়ু যদি হয় Humour এর প্রতিনিধি, হীরা তবে Wit এর। .... Wit তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণ বলিয়াই কৃশ, যেমন কৃশ অসিলতা। হীরা কৃশা, তাহার বয়স আর একটু কম হইলে তন্বী বলা চলিত।' হীরামালিনী, বাংলা সাহিত্যের নরনারী প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ১৫।

শুধু হাস্যরসের জন্য আঁকেন নি, কৌতুকের জন্য নয়, জীবনের হাস্যকরতাগুলি চিত্রিত করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। হাসি-ভরা মুখ রয়েছে সামনে, আড়ালে রয়েছে মানব-স্বভাবের শাসন। কারণ, ভারতচন্দ্র জানতেন, মানুষকে উপদেশ দিয়ে যেমন কিছু কাজ হয়না, তীব্র অসহিষ্ণুতার সঙ্গে আঘাতেও তেমনি কিছু হয়না। আঘাতকারীর প্রতি মার খাওয়া মানুষ কোন আত্মীয়তাই অনুভব করে ন। অন্যদিকে হাস্যরসিক ব্যঙ্গকার — যিনি মানবস্বভাবের মৌল সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, হাস্যরসিকতার আনন্দ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একদিকে যেমন যুগ-সংস্কারক, কারণ" "Men, dogs , and monkeys cannot bear to be laughed at .";
অন্যদিকে তেমনি যুগজীবনের ঊর্ধ্বে মানবস্বভাব ও চরিত্রের উদ্‌ঘাটক রূপে কখু এবং পথপ্রদর্শকরূপে চিরকালের স্বীকৃতি-ধন্য।

এই প্রতিভার মূল বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, যুগের বিরুদ্ধে আক্রমণে তিনি কোন দলের পক্ষ হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়েননি। রক্ষণশীলতার সমর্থক হয়ে পরবর্তী অনেক শক্তিশালী লেখককেই ব্যঙ্গ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যুগের প্রগতিশীল সমাজ- সংস্কারক রামমোহনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সতীদাহপ্রথা অবলুপ্তির বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। সে-যুগের নবজাগরণ লক্ষণকে ধরবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর মধ্যে। ঠিক এই জিনিষটি ঈশ্বরগুপ্তেও দেখতে পাই। পাশ্চাত্য- সভ্যতার সংস্পর্শজনিত আলোড়ন তখন জাতির জীবনে। নূতনত্বের আকর্ষণ একদিকে, পুরাতন জীবনধারার গতানুগতিকতা অন্যদিকে। নবজাগরণসৃষ্টির পূর্বে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই এটি দেখা যায়। সামাজিক অনাচার ব্যভিচারকে দেখবার যে ক্ষমতা ছিল না তাঁর তা নয়, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। রাজনৈতিক মতাদর্শও তাঁর উন্নত ছিল না। ফলে তাঁর ব্যঙ্গকবিতাগুলি যুগবিশেষ-এর দলিল হিসেবেই পরিচিত। ব্যঙ্গকার অমৃতলাল বসুর কথাও মনে আসে। সে-যুগের নানা অবিচার - অনাচার ও গলদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রূপের চাবুক বর্ষিত হয়েছে বারবার। কিন্তু তিনিও ছিলেন রক্ষণশীল চিন্তাধারার সমর্থক। তাই ঐতিহাসিক-এর কণ্ঠ সমীক্ষায় স্পষ্ট :" তিনি আগামীদিনের পদধ্বনি শুনিতে পান নাই। তাই সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ হইতে বাঙালীর সমাজ-জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সময় সময় অশোভন

সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া .... পরবর্তীকালে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগে নির্বাসিত হইয়াছেন ।[৪২] একথা সর্বাংশে সত্য । শুধু হেমচন্দ্রের মত্ত্বে না পড়বার ফলে মধুসূদনের ব্যঙ্গ-রচনা দুটি যুগের প্রতি আপন কর্তব্য সম্পন্ন করেও পরবর্তীকালের স্মৃতিতে অম্লান । দীনবন্ধু মিত্রও তাই । সমকালের সমাজের নানা সমস্যা — পানাসক্তি, বারাঙ্গনা-গমন ইত্যাদির প্রতি আক্রমণেই ফুরিয়ে যায়নি, নিমচাঁদ দত্তের চরিত্র ও একালেরও মানুষের ব্যথারূপ দেখায় ।

ভারতচন্দ্র সম্পর্কেও একইকথা বলতে চাই । ভারতচন্দ্রের যুগের অনেক আগে থেকেই জাতীয় জীবনের সর্বদিকে নানা ভাঙন ধরেছিল । নানা কুটিল আচার-পদ্ধতি ও তুচ্ছ ক্রিয়াকলাপগুলি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল । সতীদাহ, পণপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ কত সমস্যারই না সৃষ্টি হয়েছিল। রাজা দুর্বল ও হতবীর্য, শক্তিমান দেশীয় শাসকের অভাব, কৃষিজীবকদের দুর্দশা, বর্গীর হাঙ্গামা । তবু জীবনরসের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন ভারতচন্দ্র । শুধু নিজের পছন্দ ও রুচিমত কল্পনা সৃষ্টিতে বাস্তবোচিত চিত্র অঙ্কন করেছেন । বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ঘটিয়েছিলেন তিনি, তাই পরিপূর্ণ শিল্প হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য । বাস্তবজীবনের প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সমস্নিগ্ধ সহৃদয়তা (benignity) মিশিয়ে যিনি এ জাতীয় রচনা লিখতে পারেন, তিনিই এ রসে বাগজয়ী । ভারতচন্দ্রের রচনার প্রসাদগুণ মধু, বাক্যগুলি পরিমিত ও তীক্ষ্ণ (Pointed), উজ্জ্বল মসৃণ (Polished), প্রকাশ পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে (Sparkling), ছন্দ লালিত, এবং সর্বোপরি বিদগ্ধভাষণ (Epigram) অতিশয়োক্তি (Hyperbole), বক্রোক্তি (Innuendo), ব্যাজোক্তি (Sarcasm) প্রভৃতি অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগে ব্যঞ্জনাধর্মী ।

উপসংহারে বলতে চাই, অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র একাধারে স্রষ্টা ও ব্যঙ্গকার । তাঁর রচনা একদিকে উদ্দেশ্যধর্মী, অন্যদিকে সৃষ্টিধর্মী । ব্যঙ্গ-পরিহাসই তাঁর মূল সুর এবং বিভিন্নধারায় তা প্রবাহিত হয়েছে । বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবিই শুধু তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠেনি, তিনি গভীরতর অর্থে মানবজীবনেরও ব্যাখ্যাতা ।

....

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY RAJA RAMMOHUNPUR

৪২। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৯৭।